'শাপর্ণা' সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ - ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঃ ৯ জুন - ১৫ জুন, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 33, 9 June - 15 June, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আইপিএল জুয়ায় এবার নাম জড়ালো সলমন খানের

ভাই আরবাজ খানের। ১৫ মে থানে পুলিশের হাতে ধরা পড়া ক্রিকেট জুয়াড়ি সোনুকে জেরা করে মিলেছে আরবাজের যোগসূত্র।

রবিবার : পুরুলিয়ার বহরমপুরে বিদ্যুতের টাওয়ার থেকে ঝুলন্ত

দেহ মিলল এক বিজেপি কর্মীর। বিরোধীরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুললেও তদন্তের আগেই এসপি আত্মহত্যার তত্ত্ব খাড়া করেন। এরপরেই সরিয়ে দেওয়া হয় এসপিকে।

সোমবার : ফের কাঠগড়ায় হাইওয়ে। এবার মুম্বই রোড।

ডোমজুড়ের পাকুড়িয়া সেতুর গার্ডওয়ালে ধাক্কা মেরে মৃত্যু হল ৪ কোটি টাকা দামের ফেরারি গাড়ি চালক ব্যবসায়ী শিবাজী রায়ের। গুরুতর জখম আরও এক।

মঙ্গলবার : ওড়িশা হাইকোর্টের নির্দেশে বিশেষ কমিটি পুরীর

জগন্নাথদেবের রত্নভাণ্ডারের সম্পদ জরিপ করতে গিয়ে দেখা যায় চাবিটাই উধাও হয়ে গিয়েছে। শেষবার ১৯৭৮ সালে জরিপ হয় এই রত্ন ভান্ডারের। বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ওড়িশার আইনমন্ত্রী।

বুধবার : পুরুলিয়ায় বিজেপি কর্মী খুনের পর কোচবিহারে খুন হন

এক সিপিএম কর্মী। এবার হাওড়ার বাগনানে খুন হলেন এক তৃণমূল নেতা। রাজনৈতিক খুনে পশ্চিমবঙ্গ এখন সবার আগে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের রেশ ধরে এখানে নেমে পড়েছে খুনি মাফিয়ার দল। সামলাতে হিমশিম প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার : চার বছর পর বেসরকারি বাস পরিবহনে ভাড়া

বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। প্রতি স্তরে বাড়ছে ১ টাকা করে। ট্যাক্সি ও জলপথ পরিবহনেও বাড়বে ভাড়া। এই সিদ্ধান্তে উঠে গেল প্রস্তাবিত বাস ধর্মঘট।

শুক্রবার : নির্ধারিত সময়ের আগে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

খোলার অভিযোগ সাসপেন্ড হলেন ময়নাগুড়ির সুভাষ নগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হরিদয়াল রায়। এছাড়াও কাঠগড়ায় স্কুল পরিদর্শক সহ আরও চার।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

জনপ্রতিনিধিদের কি দলীয় তকমা থাকা উচিত?

প্রণবের রাম ধাক্কা

ওঙ্কার মিত্র : নরেন্দ্র মোদীর কংগ্রেসমুক্ত ভারত এবং দিদির বিরোধীশূন্য বাংলা। দুই স্বপ্নকেই রামধাক্কা দিয়ে গেলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। আর এর জন্য তিনি এমন এক জাতীয়তাবাদী মঞ্চ বেছে নিলেন যাতে তার বার্তা নিয়ে চর্চা হতে বাধ্য। মোটেই আবেগতাড়িত হয়ে নয়। খুব সচেতন ভাবেই গত বৃহস্পতিবার নাগপুরে আরএসএস-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদের পাঠ দিয়ে গেলেন প্রাজ্ঞ প্রবীন এই রাজনীতিবিদ। বারবার বহুত্ববাদের কথা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারত কোনওদিনই এক ভাষা, এক ধর্ম নিয়ে চলে নি। এটা ভারতের সংস্কৃতি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ'-এর প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে প্রণববাবুর গলায়। শোনা গিয়েছে প্রজাধর্ম পালনে আদর্শ শ্রীরাম-এর কথা।

প্রণববাবুর বার্তা ও রাজনৈতিক শিক্ষাকে সরিয়ে রেখে নাগপুরে যাওয়ার আগে থেকে শুরু করা কংগ্রেসের শোরগোল বক্তৃতার পরেও থামে নি। একটু বদলে আরএসএস প্রণববাবুর শিক্ষা নেবে কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছে। এর কারণ কংগ্রেসের ভয় আগামী নির্বাচন ঘিরে। তাদের ধারণা আরএসএস-এর মঞ্চে একজন প্রবীন কংগ্রেসীর উপস্থিতি বিজেপিকে সুবিধা করে দেবে। এই আশঙ্কায় কংগ্রেসী নেতারা এখন পাগল প্রায়। তাদের সভাপতি ও নেতাদের যখন দৈনিক অ্যাজেন্ডা হল বিজেপিকে আক্রমণ তখন প্রণববাবুর আচরণ তাদের বিপক্ষে যাবে বলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ধারণা। অর্থাৎ প্রণববাবুকে নাগপুরে না যাবার যে অনুরোধ কংগ্রেস নেতারা করেছিলেন সেটা কংগ্রেসী অধিকার থেকে।

তীব্র রাজনৈতিক ইঁদুর দৌড়ে কংগ্রেস ভুলেই গিয়েছে প্রণববাবুর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান। প্রাক্তন হলেও রাষ্ট্রপতি পদে বসে তিনি এখন সমস্ত রাজনৈতিক দলের উর্দ্ধে। তিনি এখন যেখানে ডাক পাচ্ছেন সেটা কংগ্রেস নেতা হিসাবে নয়, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হিসাবে। যেহেতু তাঁর কাছে এখন দলীয় পরিচয়ের কোন দাম নেই তাই তিনি পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে হাজির হয়েছেন নাগপুরে। যদি তিনি এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতেন তাহলে তিনি রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ক্ষুন্ন করতেন বলেই সংবিধান বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাঁদের মতে দল-নির্দল যে মঞ্চেই এখন প্রণববাবু ডাক পান না কেন সব জায়গাতেই তিনি একই বার্তা দেবেন। এটাই উত্তরণের বাধ্যবাধকতা। যাঁরা প্রকৃত রাজনীতিক তাদের দল-মতের উর্দ্ধে উঠে বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয়। প্রণববাবু এই ধর্ম মেনে চলেছেন মাত্র।

সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের মতে আরএসএস-এর মঞ্চে দাঁড়ানোর বলিষ্ঠতা দেখিয়ে প্রণববাবু গণতন্ত্রে একটি অমোঘ প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেলেন। জনপ্রতিনিধি হিসাবে শপথ নেওয়ার পর কোনও রাজনীতিকের কি দলীয় পোশাক গায়ে রাখা উচিত? প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে সমস্ত জনপ্রতিনিধি শপথের আগে অবধি তিনি দলের হতে পারেন কিন্তু পরে তিনি সকলের। দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সকল জনগণই তাঁর। দলীয় কথা তাঁর মুখে মানায় না।

বিশেষজ্ঞদের দাবি গণতন্ত্রে নিয়ম হোক সাংবিধানিক পদলাভের পর কোনও রাজনীতিক আর দলীয় মঞ্চে উঠতে পারবেন না। তাঁকে সকলের কথা বলতে হবে। পদে যতদিন থাকবেন দলের নির্দেশ মানতে বাধ্য নন। যারা সংবিধান রক্ষার শপথ নিচ্ছেন তারাই আবার পরমুহূর্তে সংবিধানের নিরপেক্ষতা খর্ব করেছেন। ভারতের এই সাংবিধানিক দ্বিচারিতা বন্ধ না হলে প্রণববাবুরা চিরকাল রাজনৈতিক মূল্যায়ণের শিকার হবেন। নৈতিকতার বিচারের বাইরে থাকবেন জনপ্রতিনিধিরা।

ত্রি-শূলে বিদ্ধ কলকাতার শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের সামনে পর্ষদ সভাপতি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ফলাফল নিয়ে গবেষণা করুন, অনেক উত্তর মিলবে। প্রশ্নটা ছিল কলকাতা মেধা তালিকায় পিছিয়ে কেন?

ওই একই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাবিদরা বলছেন এর জন্য কোনও গবেষণার প্রয়োজন নেই। মেধা তালিকার প্রথম দশে ৫৬ জনের মধ্যে কেন কলকাতার সংখ্যা মাত্র ২ তার উত্তর খুব সোজা। বিশ্লেষণে উঠে এসেছে ত্রিশুল। প্রথমত, সরকারি স্কুলে অপ্রতুল পরিকাঠামো ও শিক্ষক সংখ্যার জেরে পড়াশুনোর হাল সর্বোচ্চ মাপ ছুঁতে পারছে না। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা অন্তত এতদিন সরকারি স্কুলমুখী ছিল তারাও দিক বদল করে বেসরকারি দরজায় ভিড় জমাচ্ছে। আর রাজ্যে পর্ষদের পাশ-ফেল হীন, ইংরেজি হীন সিলেবাস আকর্ষণ হারাচ্ছে সরকারি স্কুলগুলি। বরং সিবিএসই, আইসিএসইতে ইংরেজির সঙ্গে রয়েছে সর্বভারতীয় হাতছানি। এই দুই কারণে মাধ্যমিকে কলকাতার পরীক্ষার্থী কমছে। যা এখনও পড়ে আছে তার অধিকাংশই হল অসচ্ছল ঘরের শুধু পাশ করে একটা ছাপ নেওয়ার বাসনায়।

ত্রিশুলের দ্বিতীয় ফলা হল নেশার হাতছানি। প্রকৃত শিক্ষার অভাবই হোক বা হতাশা, কলকাতার যুব সমাজ এখন নানা নেশায় আক্রান্ত। সন্ধ্যা নামলেই পাড়ার অলি-গলিগুলি মদ-গাঁজা-হেরোইন-হাসিস সহ আরও আধুনিক নেশার প্রকাশ্য আখড়ায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এরাই আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুব বাহিনী। ফলে পুলিশের পক্ষে সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

কলকাতার ছাত্রছাত্রীদের মনে মস্তিষ্কে আর একটি মারণ রোগ বাসা বেধেছে যার নাম স্মার্ট ফোন। ইন্টারনেট, ফেসবুক-হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী তাদের কাছে সদা উন্মুক্ত। সেখানে কত না লোভনীয় পশরা। এক মুহূর্তে পাওয়া সেইসব পশরার আস্বাদনের সুযোগ পাওয়া কি কম কথা। তাই এখন কলকাতার স্লোগান 'বই যদি নাও পাই, স্মার্টফোন পাওয়া চাই।'

ছবি : অরুণ লোধ

উত্তর ২৪ পরগনা

বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রত্যন্ত এলাকা এখনও অবহেলিত

কল্যাণ রায়চৌধুরী: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ২০০০ সালের বন্যা এবং আয়লার ভয়াবহ স্মৃতি আজও মনে পড়লে রক্ত হিম হয়ে যায় মানুষের। সেইসব ভয়ংকর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে জেলার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর অনেক উন্নত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দফতরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। চলতি বছরের সাম্প্রতিক ঝড়-বৃষ্টিতে গত এপ্রিল ও মে মাসে মোট ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে বজ্রাঘাতে ১৩, সাপের কামড়ে ১ এবং বাড়ি ভেঙে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক প্রকাশ কুমার মৃধা। আসন্ন বর্ষাকাল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্দে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কতটা তৈরি, এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাতকারে প্রকাশবাবু বলেন, 'যে কোনও প্রাকৃতিক দুযোর্গ এবং বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত ব্লক, পুরসভা, বিভিন্ন গ্রাম ও স্কুলে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প ও মকডিল'এর ব্যবস্থা করা হয়। জেলা শাসকের নির্দেশানুসারে যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলো জড়িত যেমন সিভিল ডিফেন্স, হেলথ, ফায়ার, পুলিশ, এগ্রিকালচার, এআরটি, ইরিগেশন এদের সবাইকে নিয়ে এধরনের ক্যাম্প ও মকডিল করা হয় নিয়মিতভাবে। গত মে মাস থেকে আমাদের এই বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকছে। সারা বছরই এ ব্যবস্থা চালু থাকবে। এটা জেলা শাসক এবং আমাদের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের নির্দেশ। জেলাস্তরে একটা কিউআরটি (কুইক রেসপন্স টিম) আছে। তাদের টাওয়ার লাইট, চেন 'স' এসব ব্যবস্থা আছে। গাছ ভেঙে পড়ে গেলে দ্রুত এগুলো কাটার ব্যবস্থা করা হয়। এখন পর্যন্ত ৭টি টাওয়ার লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার একেকটির মূল্য প্রায় দেড়লাখ টাকা।

এরপর পাঁচের পাতায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রশিক্ষিত ডাক্তারের অভাবে সর্পাঘাতে মৃত্যু বাড়ার আশঙ্কা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রতিটি সরকারি গ্রামীন হাসপাতালে সর্পাঘাতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য এভিএস বা অ্যান্টি ভেনাম সিরাম থাকা সত্ত্বেও দক্ষ ডাক্তারের অভাবে অধিকাংশ হাসপাতালেই রোগীদের কলকাতায় স্থানান্তর করে দেয়। অনেকেরই পথের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এই প্রসঙ্গে ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক এক সংস্থার সম্পাদক তথা সর্পবিশারদ বিজন ভট্টাচার্য বলেন, সুন্দরবন এলাকায় ওঝাদের বাড়বাড়ন্ত আজ নেই। মানুষ এখন অনেক সচেতন। গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-এ কাউকে সাপে কামড়ালে তারা সরাসরি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চলে আসছে। এবছর এখানে একটাও সর্পাঘাতে রোগীর মৃত্যু হয়নি। কিন্তু বারুইপুরে দুজনকে চন্দ্রবোড়া কামড়েছিল তাদের ঠিকমতো চিকিৎসা না করে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১০টা এভিএস ও ১৮ বার ডায়ালিসিস করেও বাঁচানো যায়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

তীব্র জলসংকট কল্যাণীতে
পাঁচের পাতায়

কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

বর্ষার শুরুর প্রাক্কালে ইলিশের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

অরিজিত মন্ডল, কাকদ্বীপ: বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ, চিং।কিচি লাউ- লোপামুদ্রার এই গান থেকে বুঝতে পারা যায় বর্ষার মরসুমে এই রূপোলী ফসল ইলিশ মাছ বাঙালীর মনেও প্রানে জ।য়িে আছে। তাই সব বাধাকে অতিক্রম করে পা।ি দেয় মসজীবিরা নীল দিগন্ত সমুদ্রের দিকে ওই রূপোলী ফসলকে ধরার জন্যে। স্ত্রী পুত্র থেকে পরিজন সবাইকে ছে।ে পা।ি দেয় গভীর সমুদ্রে। একটানা ১৭ দিন মাছ ধরার পর বা।ি ফেরে। জলদস্যু থেকে গভীর সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আমরা শুনতে পাই। সমস্ত ভয়কে জয় করে বাঙালীর ভাতপাতে ইলিশ তুলে দেয় এই মসজীবিরা।

বর্ষা মানেই বাঙালীর প্রিয় ইলিশ। আর ইলিশের সন্ধানে সাগরে পা।ি দেওয়ার জন্যেই প্রস্তুতি সারা হচ্ছে। নামখানা, কাকদ্বীপ এর বিভিন্ন জায়গায় ট্রলারের মসজীবিরা উপকরণ নিয়ে প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে। বিভিন্ন ঘাটগুলোতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে ট্রলারের সারি। গত দুমাস ধরে অনেকেই মেরামতির কাজ সেরে ফেলেছে। ট্রলারগুলোতে পা।ছে নতুন রঙের পোচ। আগামী ১৫ই জুন থেকে ঘভীর সমুদ্রে পা।ি দেবে দ:২৪পরগনার ছোট বা।ো মিলিয়ে প্রায় আ।ই হাজার ট্রলার। পা।ি দেওয়ার আগেভাগে ট্রলারগুলোতে পুজো সেরে নিয়েছে মসজীবিরা। গঙ্গাপুজো করে বেরিয়ে প।বে মাঝিরা। আগামী ১৫-২০ দিনের জন্যে জ্বালানী তেল, খাবার সব মজুত করে বেরিয়ে প।বেন শতাধিক মাঝি ও মসজীবিরা। দীর্ঘ ২ মাস মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা থাকায় অনেক মসজীবিরা আর্থিক সমস্যায় ভুগছিল। কিন্তু মাছ ধরা শুরু হয়ে গেলে রোজগার হবে এই ভেবে খুশীতে মসজীবি থেকে আ।ত মালিক সবাই আনন্দে টগবগে।

তবে মসজীবি পরিবারের মহিলারা এই সময়ে স্বামীর কল্যানে অশৌচ পালন করে। স্বামী সমুদ্র থেকে মাছ ধরার পর ঘরে ফিরলে অশৌচ ভঙ্গ করে। দীর্ঘদিন ধরে মসজীবি গ্রামে এই রেওয়াজ চলে আসছে। গত ২মাস পর সরাকারী নিষেধাজ্ঞা উঠে আগামী ১৫ই জুন শুক্রবার থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে সকলেই। মসজীবিদের মরসুম শুরু হচ্ছে ওইদিন থেকে। আগামী ৮মাস চলবে এই মরসুম।

ইতিমধ্যে বাঙলায় বর্ষা ঢুকে গেছে সাগরের আবহাওয়া মেঘলা। শুরুও হয়েছে বৃষ্টি। যা ইলিশ ধরার পক্ষে আদর্শ সময়। তবে এখোন পর্যন্ত নিম্নচাপের কোন খবর নেই। আগাম কোন সতর্কবার্তাও পায়নি মস্যজীবীরা। কাকদ্বীপ মসজীবি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, সরকারী নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেই সাগরে মাছ ধরা শুরু করে দেবে। এরপর পাঁচের পাতায়

অনলাইনে ইলিশ

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার: ইন্টারনেটের ফাঁদে বন্দি এখন আমরা সবাই । বাড়িতে বসে একটা ক্লিকেই হাতের সামনে পেয়ে যাই হাজারো প্রয়োজনীয় আর মনোরঞ্জনের জিনিস । ফ্লিপকার্ট হোক বা আমাজন কিংবা স্ন্যাপডিল। ক্লিক করলেই অন্তত কম দামে ভালো মানের হাজারো জিনিস মেলে । এবার সেই একটা ক্লিকেই আমরা পেয়ে যাবো বাঙালির রসনার তৃপ্তিদায়ক প্রিয় ইলিশ মাছ কে। হেঁসেলে বসেই মায়ের আঙুলের এক ক্লিকে নিয়ে আসবে লোভনীয় ইলিশ। হ্যা ঠিকই শুনছেন ইলিশ মাছও এবার নেটের দুনিয়ায় পা রাখলো। এবার সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে অভিনব উপায়ে বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন সমুদ্রের রুপালি ফসল ইলিশ। শুনতে হয়তো সত্যিই অবাক লাগছে। ভাবছেন কী ভাবে সম্ভব ?

হাতে গোনা আর কয়েকটা দিন মাত্র। আর কদিন পরেই মিলবে ইলিশ। পৌঁছে যাবে বাঙালির পাতে ইলিশের বিভিন্ন পদ। এবারে ইলিশ মরশুম শুরুর আগেই, ইন্টারনেট অ্যাপস বাজারে আনতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য সরকারের কাছে এই সংগঠন আবেদন করে। রাজ্য সরকার তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এবং এই কাজে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়। প্রতি বছর ইলিশ মরশুম শুরুর সময় থেকে নানান সমস্যায় পড়তে হয় ট্রলার মালিক থেকে আড়ত মালিক ও মৎস্যজীবীদের। এরপর পাঁচের পাতায়

রসগোল্লার পর ছৌ সহ বাংলার পাঁচ শিল্পের ভৌগোলিক স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রসগোল্লা বাংলা না ওড়িশার। টানাপোড়েন চলেছিল বেশ কিছুদিন। অবশেষে স্বীকৃতি পেয়েছিল বাংলার রসগোল্লা। স্বীকৃতি মানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশান ট্যাগ। যাকে বলা হয় জিআই ট্যাগ। এবার এই স্বীকৃতি পেল বাংলার পাঁচটি গ্রামীণ শিল্প। এর মধ্যে আছে পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মুখোশ, কুশমান্ডির কাঠের মুখোশ, পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পটচিত্র, বাংলার ডোকরা ও মাদুরকাঠি। ২০১৭-১৮ সালে ২৫টি উৎপাদন জিআই ট্যাগ বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অফ ইন্ডিয়া হিসাবে স্বীকৃতি পায় যার মধ্যে বাংলার পাঁচ। স্বভাবতই বেজায় খুশি এইসব গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা।

জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশানের ডেপুটি রেজিস্টার রাজা জি নাইডু দি হিন্দুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশান অফ গুডস (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যাক্ট ১৯৯৫ অনুযায়ী দেশের ঐতিহ্যবাহী অমূল্য উৎপাদনকে এর আওতায় আনা হয়। তালিকার প্রথম বস্তুটি ছিল দার্জিলিং-এর চা। সেটিও বাংলার। তিনি জানান এই রেজিস্ট্রেশন গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের শুধুমাত্র তাদের ব্র্যান্ড তৈরিতেই সাহায্য করবে না, এগুলির নকল করলে আইনত তারা বাধা দিতে পারবেন। এমনকি অন্য জায়গার শিল্পীরা এই শিল্পগুলো বানালেও তা নকল বলে গণ্য হবে। একেই বলে জি আই সুরক্ষা।

গ্রামীণ শিল্পীদের নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছেন বাংলা নাটক ডট কমের জেনারেল ম্যানেজার নিলয় বসু। তিনি বলেন এই পাঁচ শিল্পের স্বীকৃতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে উপকৃত হবেন ৫-৬ হাজার পরিবার। তিনি বলেন পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লকের ৫০০ পরিবার যুক্ত রয়েছেন ছৌ নাচের মুখোশ তৈরিতে। কুশমুন্ডির ২০০ পরিবার মুখ নাচের কাঠের মুখোশ তৈরি করেন। পশ্চিম মেদিনীপুরে পিংলার বেশ কয়েক হাজার পরিবার যুক্ত চৌকোপট, জড়ানো পট সহ বিভিন্ন রকমের পটচিত্র অঙ্কনে। বাংলার দুই জেলার তিন হাজার পরিবার মাদুরকাঠি শিল্পের নির্ভরশীল। বাংলার ডোকরা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবার। আজ এর আইনি স্বীকৃতিতে নিজেদের ব্র্যান্ডে পরিচিত হবেন বিশ্বে।

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 33, 9 June - 15 June, 2018

আগামী এক বছর নিয়ে মাথাব্যথা, চলবে শেয়ার ধরে ট্রেডিংও

পার্থসারথি গুহ

ভারতের শেয়ার বাজার আগামী এক বছরের নিরিখে কোন অবস্থানে থাকতে পারে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যথারীতি এর মধ্যে দুটি পক্ষ আড়াআড়িভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করা শুরু করেছেন। একদলের মতে যেহেতু কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার গঠনের সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে তাই নিচের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা অর্থবাজারের। আরেক দল বলছেন, লোকসভা নির্বাচন হতে এখন ঢের দেরি। হাতে এখনও একটি বছর। সুতরাং এর মধ্যে গঙ্গা–যমুনা দিয়ে অনেক কিছু এপার–ওপার হয়ে যাবে। চট করে বলে দেওয়া যায় না বাজারের ভবিষ্যত খারাপ হতে চলেছে। অনেকে আবার এও বলছেন এক বছর সময় যথেষ্ট। পরের কথা না ভেবে এই এক বছরেই এখন মনোনিবেশ করবে শেয়ার বাজার। তার মধ্যে যথারীতি কিছু শেয়ারের দামে উত্থান আসবে। আবার পতনও দেখা যাবে বেশ কিছু শেয়ার বা সেক্টরে। মোটের ওপর একটা ভোলাটাইল পরিস্থিতির মধ্যে বাজার

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হতে পারে। তাতে অবশ্য যাঁরা নিয়মিত ট্রেডিং করে কেনা–বেচা চালিয়ে যাতে পারবে তাঁদের অসুবিধার কিছু নেই। খালি খেয়াল রাখতে হবে কোন শেয়ারটার সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স ঠিক কোন জায়গায় আছে। এই মোদ্দা জিনিসটা ধরে নিয়ে কাজ করতে পারলে এই অস্থির জমানাতেও ভালো মুনাফা আসা সম্ভব। তবে খুব দক্ষ ট্রেডার ছাড়া নিতান্ত নবীশ বা সাধারণ ট্রেডারদের কোনও হঠকারিতার জায়গা নেই এখানে।

শেয়ার বাজারে রোজ এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সেভাবে কোনও মিল নেই। ধরা যাক কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু

অর্থনীতি

ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০১৮–র প্রথম থেকে বাজারের বুল রান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা। ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল যথেষ্টই। সেই চিন্তাকে মান্যতা দিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতের অর্থবাজার প্রত্যক্ষ করেছে একটা বড় মাপের কারেকশন। বলাবাহুল্য, ১০ শতাংশের বেশি এই কারেকশন পর্ব প্রায় মাস তিনেক চলার পর এখন সংশোধনীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ভারতের শেয়ার বাজার। যথারীতি বেয়ার নামক রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা মিলেছে নিফটি ও সেনসেক্স নামক বাজারের চন্দ্র–সূর্যের। এখন এটাই দেখার এই বুল ট্রেন্ড আপাতত কতদিন অব্যাহত থাকে। এমনিতে ভারতের অর্থবাজার সম্পর্কে অনেক খারাপ খবরাখবর বা উপাদান থাকলেও (মূলত কেন্দ্রের শাসক দলের ধাক্কা খাওয়াকে কেন্দ্র করে) অতি সম্প্রতি বৃদ্ধির সুসংবাদ এসে ফের গোটা মার্কেটকে প্রাণবায়ু দিয়েছে। এটা এখন কতদিনের রসদ ভরে এসেছে সেটার দিকে আগামী দিনে নজর থাকবে সকলের। এখনকার প্রেক্ষিতে যে ট্রেডিং চলছে তাতে একটা জিনিস সাফ বোঝা যাচ্ছে নিফটির জন্য ১১ হাজারের কাছাকাছি লেবেলটা যেমন খুব কঠিন হার্ডলস, ঠিক তেমনই ১০,৪০০–৫০০–র জায়গাটা বড় মাপের সাপোর্ট। এই বন্ধনীর মধ্যে কিছুদিন অর্থবাজার ঘুরপাক খেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ জুন – ১৫ জুন, ২০১৮

মেষ : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভ। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

বৃষ : বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। দূর ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

মিথুন : ক্রোধকে সামলিয়ে চলার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে, উচ্চ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সময়টি শুভদায়ক। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। শরীর ভাল যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে।প

কর্কট : শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক, আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিত বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ হবে।

সিংহ : মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনার বদনাম হয়ে যাবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

তুলা : উচ্চমার্গের ব্যক্তির সহায়তা পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবেন। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হবে। সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : অর্শ, আমাশয় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে। আধ্যাত্মিকতায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। পিতার মাতার পক্ষে সময়টি শুভ।

ধনু : খাওয়া দাওয়া অতি সতর্কে করতে হবে। হজমশক্তির গোলমাল, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, নাড়ী ঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নূতন কিছু না করাই ভালো। লেখাপড়ায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

মকর : ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মদ্যেও সফলতা পাবেন। নূতন নূতন যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শত্রুতার যোগ রয়েছে। কাজের জায়গায় যশ ও সুনাম বজায় থাকবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে কাজে নামতে হবে।

মীন : শিল্প কলায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে, ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে। ক্রোধ সংযম রাখতে হবে। স্ত্রীর চাকরির যোগ রয়েছে।

কলকাতায় সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পে স্টাফ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯১ জন স্টাফ নার্স নিয়োগ করবে কলকাতা সিটি ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন সোসাইটি। চুক্তিতে নিয়োগ হবে কলকাতার বিভিন্ন আর্বান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ২২ জুন, কলকাতায়। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 3/Kolkata City NUHM Society/2018–19.

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ৬১, সাধারণ–দক্ষ খেলোয়াড় ৫, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ৯, তফসিলি জাতি ৫৮, তফসিলি উপজাতি ১৭, ওবিসি–এ ২৪, ওবিসি–বি ১৭।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল বা ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স পাশ বা নার্সিংয়ে বি এসসি। ওয়েস্ট বেঙ্গল

কাজের খবর

নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়া বাংলা জানতে হবে। বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন প্রতিমাসে : ১৭,২০০ টাকা।

নিয়োগ করা হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ কেন্দ্রে রিপোর্টিং টাইম সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kmcgov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন : নির্দিষ্ট বয়ানে পূরণ করা দরখাস্ত এবং দরখাস্তের এক কপি নকল। * প্রার্থীর এক কপি স্বপ্রত্যয়িত ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। * প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল থেকে পাওয়া রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * কাস্তট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। * প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্র হিসেবে এবং স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে পাসপোর্ট বা ভোটার আই ডি বা আধার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

নথিপত্র ওপরে উল্লিখিত নথিপত্রের মূলগুলি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। মূল নথিপত্রগুলিশ সঙ্গে রাখবেন। ইন্টারভিউ কেন্দ্রের ঠিকানা : Institute of Urban Management (ALAKAPURI), 36C, Ballygunge Circular Road, Kolkata–700 019. বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কলকাতা সিটি সেশনস কোর্টে স্টেনোগ্রাফার লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ও গ্রুপ ডি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রুপ ডি, লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ ডি) এবং ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার (গ্রুপ বি) পদে ৪৯ জনকে নিয়োগ করবে সিটি সেশনস ডিভিশনের কলকাতার সিটি সেশনস কোর্ট। প্রার্থী বাছাই করবে সিটি সেশনস ডিভিশনের ডিষ্ট্রিক্ট রিক্রুটমেন্ট কমিটি। এখন অস্থায়ীভাবে নিয়োগ হলেও পরে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 2674–S(Rectt).

শূন্যপদের বিবরণ : ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার : ৫টি (সাধারণ ১, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ১, সাধারণ–ইসি ১, তফসিলি জাতি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে এবং কম্পিউটার অপারেশনে দক্ষ হতে হবে। এছাড়া ইংরেজিতে শর্টহ্যান্ডে মিনিটে ৮০টি শব্দের দ্রুততা ও ইংরেজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট : ১৩টি (সাধারণ ৫, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–বি–ইসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে এবং কম্পিউটার অপারেশনে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজিতে টাইপিং জানলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

গ্রুপ ডি : পিওন : ২১টি (সাধারণ ৫, সাধারণ–ইসি ৪, সাধারণ–দক্ষ খেলোয়াড় : ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি জাতি–ইসি ১, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–এ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–বি ১, ওবিসি বি–ইসি ১)। প্রসেস সার্ভার : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১)। ওয়ারেন্ট বেলিফ : ২টি (সাধারণ১, তফসিলি জাতি ১)। ভিস্তি : ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১)। ফরাশ : ১টি (ওবিসি–এ)। নাইট গার্ড : ১টি (সাধারণ)। সুইপার : ১টি (ওবিসি–এ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। নাইট গার্ড পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সুঠাম দেহের অধিকারী হতে হবে। সুইপার পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে বাংলায় লিখতে ও পড়তে জানতে হবে। সুইপার পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে বাংলায় লিখতে ও পড়তে জানতে হবে। বেতনক্রম : প্রসেস সার্ভার পদের ক্ষেত্রে ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা, গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা। অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৯ বছর এবং অন্যান্য সবকটি পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবদেন করতে পারেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে স্টেনোগ্রাফার পদের ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা ও টাইপ টেস্টের মাধ্যমে। এরপর নেওয়া হবে কম্পিউটার অপারেশন এবং পার্সোন্যালিটি টেস্ট। লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাই করা হবে গ্রুপ ডি সুইপার পদের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এবং গ্রুপ ডি ক্যাটেগরির অন্যান্য সবক'টি পদের ক্ষেত্রে একটি লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। ডাউনলোড করে নেবেন এই দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির থেকে : www.ecourts.gov.in/citysessionscourtcalcutta, www.calcuttahighcourt.gov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে গ্রুপ বি ও সি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৪০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা) এবং গ্রুপ ডি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন–অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে। অফলাইনে ফি দিতে চাইলে চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ডাউনলোড করা চালান–সহ নগদে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া যে কোনও শাখায়।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে পদের জন্য দরখাস্ত করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta–cum–Chairman, District Recruitment Commitee, City Sessions Division, Calcutta, 2 & 3, Bankshall Street, Bichar Bhawan, Kolkata 700 001. এছাড়া উপরোক্ত ঠিকানায় রাখা ড্রপ বক্সেও দরখাস্ত সরাসরি জমা দিতে পারেন। সব ক্ষেত্রেই দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ২৯ জুন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* ফি জমা দেওয়ার নথি।

* প্রার্থীর দু'কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। ফটোগুলি দরখাস্ত এবং অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।

* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

*তফসিলি এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ২৫×১১ সেমি মাপের একটি খাম।

জীবনবিমায় কেরিয়ার এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু কেরিয়ার এজেন্ট নেবে জীবনবিমা নিগমের ইস্টার্ন জোনাল অফিস (কলকাতা)। কাজ করতে হবে কলকাতার পোস্টাল এলাকায়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট।

বয়স : ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী এবং অভিজ্ঞ প্রার্থীরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

নিগমের পূর্বঞ্চলীয় কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চের ম্যানেজার সন্দীপ ব্যানার্জি জানান, বাছাই প্রার্থীদের প্রথমে ৭ দিনের ট্রেনিং হবে। ট্রেনিং শেষে ইনশিওরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (আইআরডিএ) পরীক্ষায় বসতে হবে। সফলরা কেরিয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অধিকার কাবেন।

কেরিয়ার এজেন্টরা প্রথম তিন মাস মাসিক ১,২৫০ টাকা করে এবং তার পরবর্তী ৩৩ মাস ২,৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবেন। এছাড়াও ব্যবসার ওপর আকর্ষণীয় কমিশন, স্কুটার–বাইকের মতো যান কেনার জন্য অগ্রিম টাকা পাওয়া যাবে।

আগ্রহীরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চে গিয়ে সরাসরি দরখাস্ত জমা দিয়ে আসতে পারেন। আবেদন করতে পারবেন যে কোনও জেলার তরুণ তরুণীরাই।

দরখাস্ত করার জন্য দরকার হবে এইসব নথিপত্র : বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের নকল, স্নাতকের সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের নকল, প্যান কার্ড, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড, আধার কার্ডের (থাকলে) নকল এবং ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো।

১৮ জুনের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : Career Agents Branch, Hindusthan Building (Annex), 4, Chittaranjan Avenue, Kolkata–700 072. ফোন : ২২১২–৪৫৮০। তথ্যের প্রয়োজনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সোমনাথ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৯৮৩০০–৬৫৭৬৩। প্রয়োজনে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সন্দীপ ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলতে পারেন, ফোন : ৯৭৪৮১২৭১২৯।

শব্দবার্তা ৮২

১			২	■	৩		৪
	■	■	৫			■	
৬	৭			■		■	
■		■		■	৮	৯	
১০		১১	■	১২	■		■
	■		■	১৩			১৪
	■	১৫			■	■	
১৬			■	১৭			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কুসীদজীবী ৩। যাত্রা, চলে যাওয়া ৫। '— তব উদ্ভাসিত' ৬। টাটকা, জীবন্ত ৮। লেখার পারিশ্রমিক ১০। অন্যের ধন বা ঐশ্বর্য ১৩। দুষ্টবুদ্ধি ১৫। চার যুগের এক যুগ ১৬। চোর ১৭। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন, প্রণাম।

উপর–নীচ

১। চেহারা, আকৃতি ২। রোজার মাস ৩। প্রমাণসিদ্ধ ৪। নৃসিংহ অবতার ৭। মুছতে লাগে ৯। পরিপাক ১০। বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ১১। পুরী শহরের একটি অংশ ১২। অলংকারাদির শিঞ্জন ১৪ অন্ধকার।

সমাধান : শব্দবার্তা ৮১

পাশাপাশি : ১। জীব ৪। কর্মক্ষমতা ৫। নাজিম ৬।বক ৮ জোড়া ১০। চাচা ১১। নত ১৪। পায়স ১৫। পত্রপত্রিকা ১৬। শ্লীল।

উপর–নীচ : ১। জীবনাবসান ২। স্বাক্ষর ৩। খেতাব ৪। কমজোর ৭। কম্বলসম্বল ৯। কাঁচাপাকা ১২। তপন ১৩। কাপড়।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বৃক্ষ নিধন শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন পরিবেশ ধ্বংসের অভিযোগ উঠল এক প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ৬ নং সোনাখালী গ্রামে। এই গ্রামের ৬নং সোনাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল মণ্ডলের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানার পাশাপাশি স্থানীয় বন দফতরেও এই গাছ কাটার প্রতিবাদে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবী ওই স্কুলের জমিতে এলাকার মানুষজন কয়েক বছর আগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী প্রকল্পে বহু গাছ লাগিয়েছিলেন। বর্তমানে গাছগুলি যথেষ্ট বড় ও হয়েছে। অভিযোগ সেই গাছ গুলির মধ্যে বহু গাছ রাতের অন্ধকারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কেটে ফেলেছেন। গাছ কাটার পর সেই গাছের গুঁড়িগুলি নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার সাধারণ মানুষজন। এছাড়া ও বহু গাছের সমস্ত ডালপাতা কেটে ফেলা হয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে কিভাবে একজন শিক্ষক হয়ে এভাবে পরিবেশ ধ্বংস করলেন উজ্জ্বল মণ্ডল নামে ওই শিক্ষক সে বিষয়েই প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এ বিষয়ে ওই শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার সাধারণ মানুষজন। ঘটনার সঠিক তদন্ত ও অভিযুক্তের শাস্তির দাবী তোলেন তারা।

প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দিনের পর দিন পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মুল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং হেলিকপ্টার মোড় থেকে শুরু করে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ মিছিল। ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে এসে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুলকে লাঠি পেটা করার পর তাতে আগুন লাগিয়ে দাহ করা হয়। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন ক্যানিং ১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী ও ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। এছাড়াও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ ব্লকের বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থক।

গত এক মাসে পেট্রোল, ডিজেলের অস্বাভাবিক মুল্য বৃদ্ধির কারণে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিক্ষোভ কর্মসূচি। গত এক সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গাতেও তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এই বিক্ষোভ মিছিল চলছে। শুক্রবার সকালে ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ক্যানিং এর এই মিছিলে প্রায় পনেরো হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক জড় হয়ে এই মিছিলে পা মেলান। মিছিল শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পুড়িয়েও চলে বিক্ষোভ। এদিনের এই মিছিলের জেরে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয় ক্যানিং শহরে।

পণের বলি গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিয়েতে অতিরিক্ত পণ ও যৌতুক দিতে না পারায় এক গৃহবধূকে খুন করার অভিযোগ উঠল শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম সুমনা নস্কর (১৮)। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দাঁড়িয়ার ঠাকুরান বেড়িয়ায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সোমবার সকালে শ্বশুরবাড়িতে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যার জন্য বিষ খায় সুমনা সরদার নামে এক গৃহবধূ। খবর পেয়ে সুমনার বাপের বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে রাতেই সেখানে সুমনা সরদারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত প্রায় নয় মাস আগে ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাবু গ্রামের সুমনা সরদারের সাথে বিয়ে হয় দাঁড়িয়ার ঠাকুরান বেড়িয়া গ্রামের লক্ষণ সরদারের সাথে। বিয়ের পর থেকেই আরো যৌতুক এবং নগদ একলক্ষ টাকার জন্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত স্বামী লক্ষণ সরদার, শ্বশুর দুঃখীরাম সরদার ও শাশুড়ি সন্ধ্যা সরদার। এদিন সকালে অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এবিষয়ে সুমনার বাবা বলরাম সরদার তার মেয়ের মৃত্যুর বিচার চেয়ে মেয়ের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাখে হরি মারে কে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনের ধাক্কায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বাঁচল যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বেতবেড়িয়া(ঘোলা)–তালদি ষ্টেশনের মাঝে ৩৫/১২ বিদ্যুতের খুঁটি সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় ও রেলপুলিশ সুত্রে জানা গেছে এদিন সকাল ৬–৪০ মিনিটের ৩৪৩৫৮ ডাউন সোনারপুর ক্যানিং লোকালটি বেতবেড়িয়া ষ্টেশন থেকে রের হয়ে তালদি রওনা হওয়ার সময় দ্রুত গতিতে এক বাইক চালক রেললাইন পারাপার হতে গেলেই দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও বাইকটি রেলের ধাক্কায় দুশো মিটার দুরে আছড়ে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেও চালক ভাগ্যক্রমে ছিটকে পড়ে বাইক ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে রেলপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভাঙাচোরা বাইকটি উদ্ধার করলেও বাইক চালকের কোন হদিশ মেলেনি। রেলপুলিশ সুত্রে আরো জানা গেছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকের নম্বর ডব্লুবি ৯৬সি/০১৯৬টি উদ্ধার করে চালকের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি শুরু করছে।

বিজেপির মারে কাবু তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিব্যি শান্তিতেই ছিল এলাকা। বুধবার রাতে জনাকুড়ি সশস্ত্র বিজেপি কর্মী সমর্থক আচমকা তৃণমুল সমর্থকের বা।িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধোর করার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রাপঞ্চায়েতের পূর্ব হাতামারী গ্রামে। বুধবার সকালে পূর্বহাতামারী গ্রামের সজনী গায়েন নিজেদের বাড়ির মধ্যে একটি ঘর তৈরী করতে গেলে বিজেপির প্রশান্ত গায়েন, মন্টু গায়েন,নরেন গায়েন,অরবিন্দু গায়েনরা ঘর তৈরীর কাজে বাধার সৃষ্টি করে এবং হুমকি দিয়ে সেই সময় চলেও যায়। এরপর আচমকা রাতে লাঠী,রড,বাঁশ নিয়ে তৃণমুল সমর্থকদের বাড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। ঘটনায় আহত হয় টুম্পা গায়েন, শ্রীমা গায়েন, সজনী গায়েন, তাপস গায়েন। আহত তৃণমুল সমর্থক সজনী গায়েন বলেন আমরা তৃণমুল করি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমুলের হয়ে প্রচার করা এবং ভোট দেওয়ার অপরাধে বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। বিজেপি সমর্থক দুষ্কৃতিরা মারধোর করে পালিয়ে চলে যাওয়ার পর স্থানীয় প্রতিবেশীরা আহতদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসার জন্য ভর্তি করেন। এই ঘটনায় ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমুল সমর্থক আহতরা। অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

উচ্চ শিক্ষালাভে এলাকায় সুযোগ্য প্রাইভেট টিউটরের অভাব

রাজ্য সেরা প্রতিমান আর পড়বে না নিজের স্কুলে, বললেন শিক্ষক পিতা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: আরও একটা বছর ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের তাক লাগানো সাফল্যের বান ডেকেছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় রাজ্যজুড়ে কৃতীদের ছড়াছড়ি। এনাদের মধ্যে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, প্রাইভেট টিউটর সকলেই আছেন। পরীক্ষায় প্রচুর নম্বর সহ ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিতে এনাদের অবদানও তো কম নয়! অর্থাৎ বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের মূল মাপকাঠিই হল সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তি। আর এজন্য অবধারিতভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে প্রাইভেট টিউশন নামক অনুঘটকের। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা একেবারেই অচল। ফলে প্রাইভেট টিউশনের গুরুত্ব দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রাইভট টিউটরদের চাহিদাও। বর্তমানে এই প্রাইভেট টিউটররাই নাকি রূপকথার সোনার কাঠি। যার ছোঁয়ায় মিলছে পরীক্ষায় গগনচুম্বী সাফল্য।

অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রাইভেট টিউটর রাখা একটা বিলাসিতার নামান্তর। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিনয়ত স্কুল-কলেজে দায়িত্ববান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে যেটুকু নির্ভেজাল শিক্ষা পেতেন সেটুকুই তারা বা।তিতে ঘষামাজার মাধ্যমে পরীক্ষায় তুখো। রেজাল্ট করতে পারত। এখনকার মতো গণ্ডা গণ্ডা প্রাইভেট টিউটরের কাছে গাদা গাদা নোট লিখে (এখন প্রচলন হয়েছে অত্যাধুনিক পদ্ধতির জেরক্স কপির) নিয়ে মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দেওয়ার মানসিকতা তখন ছিল না। তখন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে তাদের অভিভাবকরা মানতেন যথাযথ শিক্ষালাভ মানেই জীবনের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ও এর মধ্য দিয়েই একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অবশ্য এসব খুঁজে পেতে কালঘাম ছুটে যাবে। এখন তো নার্সারি থেকে প্রাইভেট টিউটর রাখাটাই একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধারনা তৈরি হয়েছে যে, প্রতিটি বিষয়ে প্রাইভেট টিউটরের কোচিং না হলে পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা কোনওমতেই সম্ভব নয়। তাহলে কি বিদ্যার্জনের জন্য লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে

স্থাপিত স্কুল-কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানে কোনও ফাঁক রেখে দিচ্ছেন ওই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকারা? একশ্রেণির বিবেকহীন, ফাঁকিবাজ ও অর্থলোভী শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্যই বর্তমানে এমনতর প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে।

মাধ্যমিক শেষে এবার উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ। আর এই উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ফের সেরার তালিকায় স্থান করে নিতে হলে শুধুমাত্র আদাজল খেয়ে লেগে থাকলে হবে না। এরসঙ্গে চাই একাধিক সুযোগ্য প্রাইভেট টিউটরের দামি দামি কোচিং। এখন এটাই ট্রেন্ড ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে তাদের বাবা মায়েদের কাছে। এজন্য নিজের এলাকা ছে।ে অন্যত্র যেতেও পিছপা নন কেউই।

এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্য সেরা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার জ্ঞানদাস কান্দরা গ্রামের জে এম হাইস্কুলের প্রতিমান দে। ৬৮৪ নম্বর পেয়ে সে রাজ্যের মেধাতালিকায় যুগ্মভাবে ষষ্ঠ স্থান দখল করে এলাকাবাসীকে চমকে দিয়েছে। জেলা সদর থেকে বহুদূরের একটি বর্ধিষ্ণু জনপদের একটি সাধারণ স্কুল থেকে এহেন চোখধাঁধানো সাফল্য লাভের পরেও উচ্চমাধ্যমিকে পঠনপাঠনের জন্য প্রতিমানকে চলে যেতে হচ্ছে দূরবর্তী অন্য কোনও নামি স্কুলে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে প্রধান কারণই হল নিজের এলাকায় সুযোগ্য প্রাইভেট টিউটরের কোচিংয়ের অভাব। প্রতিমানের বাবা পরিমল দে পেশায় স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি বলেন, গ্রামেই ছেলের স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকলেও এখানে ভালো প্রাইভেট টিউটর নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ছেলেকে বর্ধমান শহরের নামি কোনও স্কুলে ভরতি করার।

প্রতিমানের আকাশছোঁয়া সাফল্যে তাকে ঘিরে বুধবার সকাল থেকেই খুশির হাওয়া বয়ে যায় স্কুল চত্বর সহ সমগ্র কান্দরা এলাকায়। বিভিন্ন মহল থেকে অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা বার্তায় ভেসে যাওয়ার মধ্যেই রাজ্যের প্রথম শ্রেনির একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম সপরিবারে প্রতিমানকে গাড়িতে চাপিয়ে কোলকাতায় তাদের স্টুডিয়োতে নিয়ে যায়। সেই গাড়িতে যেতে যেতেই প্রতিমান মোবাইল ফোনে বলল, আমার এই সাফল্যের পিছনে বাবা ও মায়ের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও অনেক অবদান আছে। আমি ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই। তার মা শুভ্রা দে স্থানীয় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মী। তিনি বলেন, ছেলের এই সাফল্যের পিছনে ওর প্রচেষ্টাই আসল। কান্দরা জে এম হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি বিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সকাল থেকেই তাঁর স্কুল চত্বরে ছিলেন। প্রতিমানের অভাবনীয় সাফল্যের আনন্দ তিনিও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে নিতে বলেন, আজ আমাদের ব।োই খুশির দিন। আমাদের স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বরাবরই ভালো রেজাল্ট হয়। কিন্তু, এই প্রথম আমাদের স্কুল তো বটেই গোটা কেতুগ্রাম এলাকায় রাজ্যস্তরে কেউ এমন র‍্যাংক করল। প্রতিমান আমাদের এলাকার গর্ব। অনেক সমস্যার মধ্যেই আমাদের গ্রামের এই স্কুল থেকেও যে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছনো যায় সেটা প্রতিমান প্রমাণ করে দিয়েছে।

দারিদ্রকে উপেক্ষা করে মাধ্যমিকে সফল, চিন্তায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কারোর বাবা ভ্যানচালক,আবার কারোর মা কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন। দারিদ্রতার আঙিনায় পড়াশোনা করে সামান্য হলেও সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু বাধ সেধেছে সেই দারিদ্রতাই। কেউ বড় হয়ে হতে চায় ডাক্তার আবার কেউ বা চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেট।অর্থ কোথায়? অদুর ভবিষ্যতে হয়তো স্বপ্ন ভেঙেও যেতে পারে, সেই চিন্তা ওদের পরিবারের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের ঘুঁটিয়ারী শরীফ বাহাদুর মোল্লা বিদ্যাপীঠ থেকে ৪৫৮ ও ৪০৭ পেয়ে পাশ মাধ্যমিক পাশ করেছে তারক ঘোষ, আশিষ ঘোষ।

তারক হতে চায় চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেট। বাবা শ্যামল ঘোষ রাজমিস্ত্রী আর মা লক্ষী ঘোষ কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন কোন রকমে অনটনের মধ্যে সংসার দিন গুজরান করে থাকে। আবার আশিষের বাবা পেশায় একজন ভ্যান চালক, মা গৃহবধু। ছেলেদের ভবিষ্যত কি হবে সেই চিন্তা চিন্তিত পরিবারের লোকজন। অন্যদিকে সুচিত্রা পাত্র ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি জি এন হরিনারায়ণী বিদ্যাপীঠ থেকে ৩৪০পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে আর রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল থেকে ৩১৬ পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে প্রীতিকা মন্ডল। দুজনেই ডাক্তার হয়ে সমাজ সেবার কাজ করতে চায়। আর সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে ব। বাধা দারিদ্রতা।প্রীতিকার বাবা থাকলেও জন্ম থেকেই সাক্ষা হয়নি। মা মলিনা মন্ডল কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করে এতোদিন মেয়ের পড়াশোনা খরচ যুগিয়ে ছিলেন। বর্তমানে মেয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য কোথা থেকে অর্থ পাবেন সেই চিন্তায় চিন্তা করে মেয়ে কে আর পড়াবেন না বলে কেঁদেই চলেছেন!

আবার সুচিত্রার বাবা রণজি পাত্র এক জন দীনমজুর আর মা গৃহবধু, মেয়ের সাফল্যে প্রথমে আনন্দিত হলে ও বর্তমানে কি ভাবে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করবেন সেই চিন্তায় চিন্তিত !

দ্রারিদ্রতার গ্রাসে কি হারিয়ে যাবে আগামী দিনের নতুন প্রজন্ম ? ভবিষ্যতই বা কি কেউ জানে না! আগামী দিনে ওরা হয়তো হারিয়ে যাবে গভীর অন্ধকারে, সেই একরাশ চিন্তায় চিন্তিত পরিবার গুলো চাতকের মতো তাকিয়ে আকাশ পানে!

লটারী বিক্রেতার ছেলে দশম

অভীক মিত্র : ভীমগড়ে লটারী টিকিট বিক্রি করে আসার সময় বুধবার সকালে ট্রেনে লটারী বিক্রেতা পরিমল রায় খবর পান মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে ছেলে শুভম রায়। ধরে রাখতে পারেন নি চোখের জল। বিকেটিপিপি প্রবীর সেনগুপ্ত উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র শুভম রায়। শুভমের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮০। বাবা পরিমল রায় ভীমগড়ে লটারী টিকিট বিক্রি করেন। মা গৃহবধূ। ঠাকুরদা প্রাক্তন সরকারি কর্মী। পেনশেন পান। সিউড়ি সাজানোপল্লীতে থাকে শুভম। আদি বাড়ী ভীমগড়ের কৃষ্ণপুর গ্রামে। চিকিৎসক হয়ে গরীব মানুষের

সেবা করতে চায় শুভম। সন্ধ্যায় বাড়ীতে গিয়ে শুভম রায়কে এসএফআই র তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন এসএফআই বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক রুদ্রদেব বর্মন,সিউড়ি লোকাল কমিটির সভাপতি আনাস আক্তার,সদস্য সৌভিক দাসবক্সী এবং ডিওয়াইএফআই সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শতদল চ্যাটাজী। কৃতী শুভমের বাড়ীতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলাপরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। শুভম রায়ের বাড়ীতে গিয়ে সম্বন্ধনা জানায় এবিটিএ বীরভূম জেলা শাখা। উপস্থিত ছিলেন এবিটিএ বীরভূম জেলা সভাপতি আশিস বিশ্বাস। দারিদ্র্যতাকে জয় করে শুভমের মাধ্যমিকে দশম স্থান অধিকার করায় উৎসবের আমেজ শুভমের আদি বাড়ী কৃষ্ণপুর গ্রামে। উচ্ছাসিত সদর শহর সিউড়িও।

মুদীদোকান চালিয়ে মাধ্যমিকে ৬৫৩

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ–বাবা কলকাতায় একটি দোকানের কর্মচারী, মা আশাকর্মী। সকাল হলেই জীবন জীবিকার তাগিদে বাড়ির বাইরে যেতেই হয়। ছোট ভাইকে নিয়ে বাড়ির কাছেই রাস্তার পাশে একটি মুদীদোকান চালিয়ে গৃহস্থের সমস্ত কাজ সেরে ভাইকে স্কুলে পাঠিয়ে নিজেই স্কুলে যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ঘোষ পাড়ার মেয়ে সুলগ্না মল্লিক এবার ক্যানিং দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। স্কুলের অন্যান্যদের থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সুলগ্না মাধ্যমিকে সবকটি বিষয়ে লেটার সহ পেয়েছে–৬৫৩। বাংলা–৮৩,ইংরাজী–৮৬,অংক–১০০,জীবন বিঞ্জান–৯৮, ভৌতবিঞ্জান–৯৮, ইতিহাস–৯১, ভুগোল–৯৭।

বড় হয়ে হতে চায় একজন আদর্শ চিকিৎসক, সমাজসেবা, দরিদ্র মানুষের সেবা করার কাজে লিপ্ত হয়ে বাবা গোপাল মল্লিকে ও মা স্বপ্না সাহা মল্লিকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে চায়। ক্যানিংয়ের ঘোষপাড়ার ছোট একটি ঘরের মধ্যে চারজনের সংসার গোপাল মল্লিকের। রোজ সকালেই কলকাতায় কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতে হয়।স্বপ্নাদেবী ও আশাকর্মী হওয়ায় তাঁকে ও সকালে যেতে হয় কাজের জন্য। নিজে এবং ছোট ভাইকে প।য়ে মুদীদোকান চালিয়ে যত টুকু সয়ম পেত তার মধ্যে নিজের প।া করে সুলগ্না প্রতিদিন স্কুলে যেত। সহজ সরল সুলগ্না যে মাধ্যমিকে এত বেশি নম্বর পাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা ধারণা করে উঠতে পারেননি। শুধু বিদ্যালয় নয় সমগ্র ক্যানিং শহরের মুখ উজ্জল করেছে সুলগ্ন মল্লিক।

চিকিৎসক হতে গেলে প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। সেই অর্থের চিন্তায় মেয়ের সাফল্যে প্রথম খুশি হলে পরে চিন্তায় কি ভাবে আগামী দিনে মেয়ে কে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে চিকিসক করাবেন! তবে সুলগ্নার ইচ্ছা মুদীদোকান চালিয়ে তাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতেই হবে।হতে হবে আদর্শ চিকিসক।

দারিদ্রকে হারিয়ে দিল জিৎ

মলয় সুর, ভদ্রেশ্বর : বাড়িতে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। এবারে ভদ্রেশ্বর শ্যামসুন্দর চিলড্রেন হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিকে কোনও রকমে পাশ করে বাড়িতে বাবা মার মুখরক্ষা হয়েছে। ভদ্রেশ্বর শিবতলা লেনের বাসিন্দা জিৎ দত্ত এক চিলতে ঘরে বাস করে বাবা মার সঙ্গে। মা অসীমা দত্ত গৃহবধূ। বাবা সঞ্জয় দত্তের নির্দিষ্ট কাজ না থাকায় ঘুরে ঘুরে কাজ করতে যেতে হয়। তবে জিতের প্রতিটি বিষয়ে কোনও গৃহশিক্ষক ছিল না। একটি মাত্র গৃহশিক্ষক ছিল। সেই সব বিষয়গুলি দেখিয়ে দিত। তার প্রাপ্ত নম্বর ২০৩। তার ইচ্ছা এই স্কুলে কলা বিভাগে পড়বে।

জিৎ বলল, স্কুলের শিক্ষকরা তাকে খুবই সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক গৌতম সরকার বললেন, আমাদের ছাত্র ছাত্রীরাই স্কুলের সম্পদ। তাদের রেজাল্টে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও এ সব নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই জিতের। জিত বলেন ভবিষ্যতে চাকরি করে বাবা মায়ের সব দুঃখ মেটাবো। তাই পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে চাই। আর্থিক অনটন তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তাকে কোনও সংস্থা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে পড়াশোনাটাও ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এখন তার একটাই চিন্তায় ঘুম আসছে না বইপত্র জোগার করবে কিভাবে। তার দাম যে প্রচণ্ড।

তবে জিৎ সবাইকে ছাপিয়ে যায় যখন, প্রতিদিন বিকেলে ক্রিকেট খেলায় মগ্ন থাকে তখন খুব সহজেই কঠিন ক্যাচ অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারে।

স্বপ্নের কাছাকাছি এগোচ্ছে সানোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : জন্ম থেকেই অভাব তাঁর নিত্য সঙ্গী। আর এই অভাবকেই সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে চায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপির সানোয়ার হোসেন পাইক। সে জানত তাঁকে নিয়ে, তাঁর বাবা ও মায়ের অনেক স্বপ্ন। বাবা ও মায়ের না বলা কথা, ছোটবেলা থেকেই বুঝেছিল সানোয়ার। আর সে কারণেই, অভাব তাঁকে হার মানাতে পারেনি। শেষপর্যন্ত অভাবই তাঁর কাছে, হার মানতে বাধ্য হল।

সানোয়ারের বাবা মেটিয়াবুরুজে থাকেন। সেখানে কখনও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে আবার কখনও সুযোগ পেলে ফুটপাতে ডালা পেতে ঘুগনি বিক্রি করেন। বাড়িতে আসতেন নাম মাত্র। তাঁর স্বপ্ন ছিল, যে করেই হোক ছেলেদের মানুষ করতেই হবে। বাবা ও ছেলের স্বপ্নের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানল, তাঁদের সংসারের অভাব। তার প্রমাণ মিলল আজই।

সানোয়ার হোসেন পাইক

কুলপির উদয়রামপুরের গিয়াস উদ্দিন পাইকের তিন ছেলে। সানোয়ার হোসেন তাঁর মেজো ছেলে। ছোট বেলা থেকেই সানোয়ার পড়াশুনায় বেশ ভালো। অর্থের অভাবে বাবা তাঁকে ফুরফুরা শরিফে রেখে এসেছিলেন, যাতে সে ওখানে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেয়ে পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। ছোট বেলা থেকেই ফুরফুরা শরিফের মাদ্রাসায় পড়াশুনা শুরু করে সে। এবছর সে সিনিয়ার মাদ্রাসার মাধ্যামিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থী ছিল। পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হতেই, সবাইকে অবাক করে দিল সানোয়ার হোসেন। সে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সে আলিম এ পরীক্ষা দেয়। আলেমে সে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়।

সেই খবর কুলপির পাইক পরিবারে পৌঁছতেই, চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি সানোয়ারের মা। তিনি জানান, আমার মনে হয় আজ আমাদের পরিবার থেকে অভাব দূর হল। যা আমরা করতে পারিনি, আমার মেজো ছেলে সানোয়ার সেই কাজটাই করে দেখাল। আমরা চাই আমাদের যতো অভাব আসুক ও যেন পড়াশুনা চালিয়ে যায়।' যদিও উচ্চশিক্ষা নিয়ে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। কারণ তিনি জানেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য টাকার প্রয়োজন। তাই তাঁর আবেদন, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, তাহলে সানোয়ার আরো বড় হতে পারে।'

প্রেরণা ডাক্তার হতে চায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর: এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে অষ্টম হুগলির প্রেরণা মণ্ডল। চন্দননগর কৃষ্ণ ভবানী নারী শিক্ষা মন্দির স্কুলের ছাত্রী। সে প্রথম থেকেই এই স্কুলে পড়ছে। গৃহ শিক্ষক ছাড়াই মাধ্যমিকে প্রেরণার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮২। তার বাবা রতন মণ্ডল মেয়েকে প্রতিটি বিষয় ভালো করে দেখিয়ে দিতেন। তাদের বাড়ি হরিদ্রাডাঙার শেষ প্রান্তে চুঁচুড়ার আয়মাডাঙায়।

সে প্রতিটি বিষয়ে নম্বর পেয়েছে যথাক্রমে বাংলায় ৯০, ইংরাজিতে ৯৮, অঙ্কে ৯৯, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯৮, ভূগোলে ৯৮। তার বাবা রতনবাবু রাইটার্স বিল্ডিয়ে হোম ডিপার্টমেন্টে সরকারি কর্মী। মা রিঙ্কু পাল মণ্ডল মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মুনি রায় হাই মাদ্রাসা ইউনিট-২ স্কুলের শিক্ষিকা। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান প্রেরণা। তার এই রেজাল্টে বাড়ির সকলেই খুব খুশি হয়েছেন। সে টেস্ট পরীক্ষায় ৬২৮ নম্বর পায়। তারপরই পড়াশোনার চাপ বাড়িয়ে দেয়। যদিও বরাবরই প্রেরণা পড়াশোনা করে নিজের মতো। তার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম ছিল না। এক সময় নাচ, গান, আঁকা করত। কিন্তু পড়াশোনার চাপে সেসব বন্ধ হয়ে যায়।

তবে অবসর সময় ডিটেকটিভ বই পড়ে। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় ও বাছাই করা রহস্য গল্প। তাদের আদি বাড়ি বীরভূম জেলার নানুরের কীর্ণাহার। রতন বাবু জানালেন, চাকরি সূত্রে এখানে বসবাস। তবে পরীক্ষার সময় রতনবাবুর মা মারা যান। তারই মধ্যে আমার মেয়ে পরীক্ষা দেয়। প্রেরণার এই স্কুলেই আপাতত সায়েন্স নিয়ে একাদশ শ্রেণিতে পড়বে। প্রেরণা সোজাসাপটা উত্তর দেয়, সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। তারপর ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট করবে জীবনের লক্ষ্য।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ৯ জুন – ১৫ জুন, ২০১৮

কপিবুক প্রণবের গুগলিতে বিব্রত কংগ্রেস

অনেক ঢাক গুড়গুড় করার পর শেষপর্যন্ত আদ্যন্ত কংগ্রেসী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আরএসএস মিশন সম্পন্ন হল। চিরকালের রাজনৈতিক অনুশাসনের বাইরে হয়তো প্রত্যক্ষভাবে গেলেন না ভারতের এই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান শত্রু আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতার বন্দনা করে পরোক্ষে সুবিধা করে দিলেন বিজেপিরই। মুখে বললেন চাণক্য নীতির কথা, দেশের বহুত্ববাদ বা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের কথা। তাও কোথায় যেন বলটা ঠেলে দিলেন পদ্মের কোর্টে। এখানেই বিরাট খটকা তৈরি করে দিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। যেন বুঝিয়ে দিলেন আমায় যাঁরা প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়নি তাঁদের পথেও কাঁটা বিছাবো আমি। ভারতীয় ক্রিকেটে বরাবর চাঁচাছোলা বলে আখ্যা পেয়ে এসেছেন টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্টের জনক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পক্ষান্তরে মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকর বা রাহুল দ্রাবিড়রা ছিলেন কপিবুক। যদিও শচীনের এই ব্যাকরণভিত্তিক মনোভাব শুধুমাত্র তাঁর আচার–আচরণ বা মন্তব্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। দ্রাবিড় শুধু মুখে নয়, ব্যাট হাতেও চূড়ান্ত কপিবুক থেকেছেন। তাও দেশবাসীর কাছে সৌরভের 'শার্ট খোলা–বাপি বাড়ি যা' ইমেজ আলাদা জায়গা অর্জন করে নিয়েছে। ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে এই জায়গাটা বরাবর প্রণব মুখোপাধ্যায়ের। সারাজীবন তাঁর কপিবুক রাজনীতির জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছেন। একসময় ইন্দিরা গান্ধির পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসেবেও গণ্য করা হত তাঁকে। সেই প্রণববাবুও রাজীব গান্ধির রোষে পড়ে কংগ্রেসের মূল বৃত্ত থেকে একদা ছিটকে গিয়েছেন। কপিবুক ইমেজ মাথায় রেখে সমাজবাদী কংগ্রেস নামক দল গড়ে মাদার কংগ্রেসের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সবাই তো ইন্দিরা বা মমতা নয়। তাই প্রণবের এই নব্যগঠিত দল মাত্র কিছুদিনের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। পড়ে সুরসুর করে ফের কংগ্রেসে ফিরে আসা। তারপর অর্থমন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রকের গুরু দায়িত্ব সামলানো অনেক কিছুই করেছেন সসম্মানে। বলাবাহুল্য, মাত্র কিছুদিনের জন্য কপিবুক ইমেজের বাইরে বের হলেও খোলসের মধ্যে ঢুকতে খুব একটা সময় নেন নি তিনি। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে কংগ্রেস তথা গান্ধি পরিবার হয়তো প্রণবের সেই আনুগত্যের সম্মান রেখেছেন। তাও ২০০৪ সালে একটুর জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে না পারা বিশাল ক্ষোভ পুঞ্জিভূত করেছে তাঁর মনে। বলাবাহুল্য, চোখের সামনে মনমোহন সিংয়ের মতো একজন আপাদমস্তক অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর দেশের ক্ষমতাশালী কুর্সিতে বসা প্রণবকে আহত করে মারাত্মকভাবে। বরফঠাণ্ডা মনোভাব নিয়ে তিনি সেটা পাশ কাটিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মনের মধ্যে ধিকিধিকি করে জ্বলতে থেকেছে আগ্নেয়গিরি। এহেন ব্যাক্তিটি আরও একবার দিল্লির রাজনীতিতে আলোচ্য হয়ে উঠলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁদের অধিবেশনে যোগ দিয়ে। তাও আরএসএসের সদর দফতর নাগপুরে বসে। প্রণবের এই সিদ্ধান্তে শুধু কংগ্রেস বলে নয়, ক্ষুব্ধ তাঁর একান্ত আপনজনও। মেয়ে শর্মিষ্ঠার কথাতেই তা পরিস্কার হয়েছে। শর্মিষ্ঠা সাফ বলেছেন, বাবা ওরা তোমার বক্তব্য বিকৃত করবে। তবে গান্ধিবাদীর এভাবে গডসেতে মেরুকরণে সারা দেশ যে নতুন সমীকরণের গন্ধ পেয়েছে তাও খুব স্পষ্ট।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

সব ভাল কাজই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে। আমরা খুব বেশি কি করিতে পারি? একটা হাসপাতাল, রাস্তা বা দাতব্য আশ্রম নির্মাণ করিতে পারি। গরিব দুঃখীকে সাহায্য করিবার জন্য হয়তো আমরা বিশ–ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার মধ্যে দশ লক্ষ টাকায় একটা হাসপাতাল খুলিতে পারি, দশ লক্ষ টাকা নাচ তামাশা মদে খরচকরিতে পারি এবং দশ লক্ষের অর্ধেক কর্মচারীরা চুরি করিতে পারে এবং অবশিষ্ট অংশ হয়তো গরিবদের কাছে পৌঁছিল।কিন্তু তাহাতেই বা হইল কি? এক ঝটকায় পাঁচ মিনিটে সব উড়িয়া যাইতে পারে। তবে করিব কি? এক আগ্নেয়গিরির অগ্যুৎপাতে রাস্তা, হাসপাতাল, নগর, বাড়ি সব উড়িয়া যাইতে পারে। এতএব এস, জগতের উপকার করিব

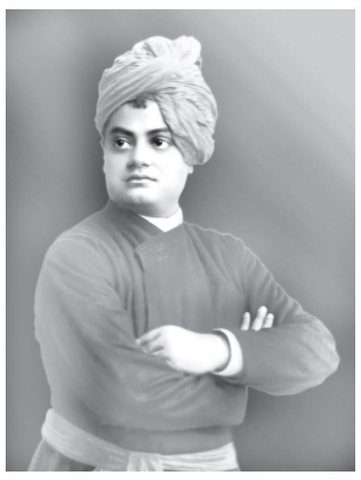

এই অজ্ঞানের কথা একেবারে পরিত্যাগ করি। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না। তথাপি আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, সর্বদাই লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদের পক্ষে এক আশীর্বাদ স্বরূপ। কেবল এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হইতে পারি। আমরা যে সব ভিখারিকে সাহায্য করি, তাহারা কেউই আমাদের পয়সা ধারে না, আমরাই তাহাদের নিকট ঋণী, কারণ সে তাহার উপর আমাদের দয়াবৃত্তি অনুশীলন করিতে অনুমতি দিয়াছে। আমরা জগতের কিছু উপকার করিয়াছি বা করিতে পারি, অথবা অমুক অমুক লোককে সাহায্য করিয়াছি এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ ভুল। ইহা মুর্খের চিন্তা আর ঐরূপ চিন্তা দুঃজনক। আমরা মনে করি, আমরা কাহাকেও সাহায্য করিয়াছি, এবং আশা করি, সে আমাকে ধন্যবাদ দিবে, আর সেধন্যবাদ না দিলে আমরা মনে কষ্ট পাই। আমাদের কৃত উপকারের জন্য কেন আমরা প্রতিদান আশা করিব? যাহাকে সাহায্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর বুদ্ধি কর। মানুষকে সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয়?

ফেসবুক বার্তা

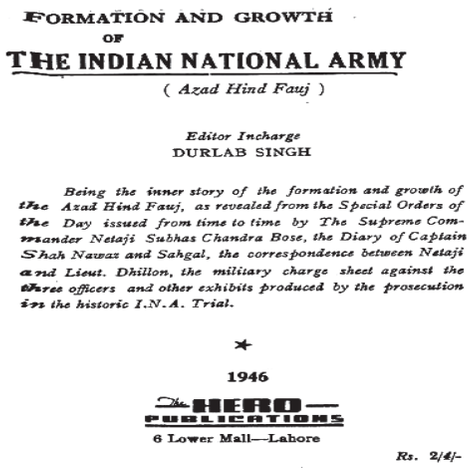

FORMATION AND GROWTH
OF
THE INDIAN NATIONAL ARMY
(Azad Hind Fauj)

Editor Incharge
DURLAB SINGH

Being the inner story of the formation and growth of the Azad Hind Fauj, as revealed from the Special Orders of the Day issued from time to time by The Supreme Commander Netaji Subhas Chandra Bose, the Diary of Captain Shah Nawaz and Sahgal, the correspondence between Netaji and Lieut. Dhillon, the military charge sheet against the three officers and other exhibits produced by the prosecution in the historic I.N.A. Trial.

1946

The HERO PUBLICATIONS
6 Lower Mall—Lahore

Rs. 2/4/-

‘১ পয়সার মস্‌করা’ রচনা ও নির্দেশনা নরেন্দ্র মোদী প্রযোজনা ভারত সরকার

নির্মল গোস্বামী

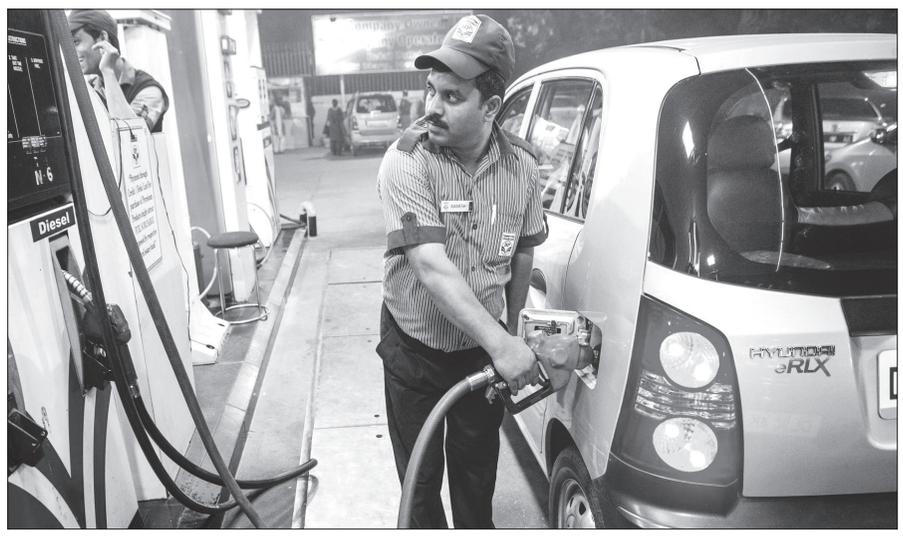

টানা ১৭ দিন ধরে ডিজেল পেট্রোলের দাম বাড়ল। সাধারণ মানুষ নাজেহাল। বিরোধীরা তীব্র চিৎকার জুড়ে দিল। পরিবহন সংস্থার মালিকদের মাথায় হাত এভাবে প্রতিদিন তেলের দাম বাড়লে মূল্যবৃদ্ধি বে–লাগাম হয়ে পড়বে। ভারতের 'কামদার' প্রধানমন্ত্রী থুড়ি, ভারতের খাজনার রক্ষক জনগণের সেবক ইন্দোনেশিয়ায় ঘুড়ি ওড়াতে ব্যস্ত। সেই বিনোদন অবসরের মুহূর্তে হঠাৎই মোদীজির মনে হল জনগণকে একটু রেহাই দেওয়া সত্যিই প্রয়োজন। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তেল কোম্পানিগুলোকে তাঁর মনোভাব জানিয়ে দিলেন। তারাও মাসে মাসে ১ পয়সা পেট্রোলের দাম কমাল, টানা ১৭ দিন বাড়ার পর। এই লেখা যখন লিখছি তার আগের দিন আরও ৫ পয়সা দাম কমিয়েছে। ওদিকে কংগ্রেসের ছোটে নবাব টুইট করে মোদিকে জানিয়েছেন যে, এটা নেহাতই জনগণের সঙ্গে মস্‌করা।

এটা যে উচ্চ পর্যায়ের মস্‌করা তাতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাণী আঁত্রেয়েতার রুটির পরিবর্তে কেক খাওয়ার পরামর্শটা যদি মসকরার জগতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে মোদির ১ পয়সা পেট্রোলের দাম কমানোটা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হয়ে ইতিহাসে পরিগণিত হবে।

১৯৬৪ সালে ভারতের ট্যাক্‌শালে শেষ তৈরি হয়েছিল ১ পয়সা। বর্তমানে তা 'অচল পয়সা'। ১ পয়সা যে কোন কাজে লাগে না তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। ভারতে যত রকমের পয়সার মুদ্রা ছিল সবই আজ বাজারে অচল। ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা আজ আর ভিখারীরাও নেয় না। আজ থেকে ১০ বছর আগেই মুম্বই, দিল্লি–রাজস্থানের শহরে ১ টাকা, ২ টাকা দোকানদার ফেরত না দিয়ে লজেন্স ধরিয়ে দিত। নেহাত মোদীর নোট বাতিলের বদ খেয়ালের জেরে বাজারে ১ টাকা, ২ টাকার মুদ্রা চলছে। তাও ছোট ১ টাকার কয়েন অনেকেই নিতে চায় না। কেউ যদি গাড়ির জন্য দশ লিটার পেট্রোল কেনে তাহলে তার ১০ পয়সা বাঁচবে। তাতে তার কী সুরাহা হবে? কিছুই যে হবে না তা কি মোদি সাহেব জানেন না। খবরে প্রকাশ যে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০ থেকে ১৫ ডলার কমেছে। যদি ১০ ডলার কমে তাহলে ভারতীয় মুদ্রায় তা হবে প্রায় ৭০০ টাকার কাছাকাছি। আর এক ব্যারেল যদি ২০০ লিটার ধরা হয় (ইউএসএ মাপ ১ ব্যারেল সমান ১৫৯ লি) তাহলে প্রতি লিটারে ৩.৫০ টাকা কমার কথা। পাঁচ ডলার কমলে ১.৭৫ টাকা কমার কথা। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কত ডলার কমলে ভারতের বাজারে ১ পয়সা কমে তার পরিস্কার হিসাবটা ২০১৯–এর নির্বাচনের সময় নিশ্চয়ই জনগণের কাছে বিস্তারিত ভাবে রাখবেন মোদিজি।

আসল কথা হল জনসাধারণের সঙ্গে এমনি মজা করতে অভ্যস্ত আমাদের শাসকরা। এটা যে প্রথম তেমনটা ভাবার কারণ নেই। জনগণের বড্ড ভুলো মন তাই ভুলে যায়। এর আগে মনমোহনের জমানায় ছাত্রদের মিড–ডে মিলে ৪ পয়সা ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল। ৬ টাকার আলু যখন ২০ টাকা হয়। তিন টাকার ডিম যখন ৪.৫০ টাকা হয় তখন ছাত্রপিছু মিড–ডে মিলের জন্য ৪ পয়সা বাড়ায় সরকার। যদি কোনও স্কুলে ১০০ জন ছাত্র হয় তবে ৫ কেজি আলু কিনতে ২০–৬ = ১৪ × ৫= ৮০ টাকা প্রতিদিন বাড়তি খরচ হয়। যেখানে ১০০ জন ছাত্রের জন্য বরাদ্দ হয় ৪ × ১০০= ৪০০ পয়সা মানে ৪ টাকা মাত্র। আসলে সমস্যা নিরসনের জন্য তো বাড়ানো হয়নি হয় সমস্যাকে নিয়ে প্রহসন করার লক্ষে। তা নাহলে এমন দক্ষ হিসাব কাদের মস্তিষ্ক থেকে বের হয়। আর কারাই বা তা বিবেচনা পূর্বক মঞ্জুরি প্রদান করে? কি এনডিএ অথবা ইউপিএ দুই সরকারের আমলেই কৃষকদের নিয়ে তাদের দারিদ্র্য বা ঋণ মুকুবের নামে ঠাট্টা তামাশা করার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে। মনমোহনের আমলে কৃষকদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল ক্ষতির জন্য কৃষকদের নামে সরকারি অনুদানের চেক্ যায়। তাতে কেউ ১ টাকা , কেউ বা ৩ টাকা কেউ বা ৫ টাকার চেক পায়। ব্যাঙ্কে চেক জমা দিতে গেলে ২০ টাকা গাড়ি ভাড়া লাগে। এটা অনুদানের নামে কৃষকদের সঙ্গে নির্ভেজাল–নির্মল–তামাশা ছাড়া আর কি হতে পারে? তেমনি গতবছর মহারাষ্ট্র সরকারের কৃষি ঋণ মুকুবের জেরে কৃষকরা যা ছাড় পেয়েছে তা দেখে তাদের চক্ষু চড়ক গাছ হবার জোগাড়। কেউ বা ২ টাকা কেউ বা ৫ টাকা কেউ ১০ টাকা চেক ২০ টাকা হারে ঋণ মুকুবের নোটিশ পেয়েছিল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে। এতে নাকি সরকারের কিছু করার নেই সবই হিসাবের মহিমা। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী জয়া বচ্চনের নামে হরিয়ানায় ৫ বিঘা জমি আছে। তাই হরিয়ানা সরকার যখন কৃষকদের অনুদান বিলি করেছিল তখন জয়া বচ্চনের নামেও অনুদানের চেক ইস্যু হয়েছিল। তবে সেটা ৫ টাকা না ৫০০০ টাকা তা জেনে পাঠকদের লাভ নেই। কারণ তাদের কাছে ৫ আর ৫ হাজারের কোনও পার্থক্য নেই।

এ যেন জনকল্যাণের নামে কে বেশি ভাঁওতা দিতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে বিভিন্ন সরকারের। এই পেট্রোল ডিজেলকে বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া স্কিম তৈরি হল এটাই জনগণের সঙ্গে সব থেকে বড় মসকরা। কারণ যদি সরকার পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের উপর একটা কর নির্দিষ্ট করে দিয়ে তারপর বাজারের হাতে ছাড়ত, তার একটা কার্যকরী ভূমিকা থাকত। কেন্দ্রীয় সরকার ১০ টাকা এবং রাজ্য সরকার ১০ টাকা এই ২০ টাকা ছাড়া আর কোনও প্রকার কর পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের উপর বসবে না এই ঘোষণা থাকত। তাহলে ২০১৪ এর পর আমাদের দেশে ৫০ টাকায় পেট্রোল পাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা দেখলাম আন্তর্জাতিক বাজারে যখনই তেলের দাম কমল অমনি মোদি শুল্ক বাড়িয়ে ২০০০ কোটি টাকা আয় করল। অজুহাত জনকল্যাণ প্রকল্পের। এটাও মিথ্যা কথা। কারণ জনকল্যাণ কাজের ব্যায় বরাদ্দ বাজেটেই ধরা থাকে। সেখানে বলা থাকে না যে তেলের দাম কমলে তাতে শুল্ক চাপিয়ে অতিরিক্ত আয় হলে তবে জনকল্যাণ করা হবে। আগে অয়েলপুল অ্যাকাউন্ট ছিল। বাজেটে তাতে কত এক হাজার কোটি টাকা ধরা থাকত ভরতুকি দেবার জন্য। বাজারে তেলেরদাম বাড়তে সেই টাকা থেকে ভরতুকি দিয়ে দেশের বাজারে তেলের দামের সমতা রক্ষা হত। আবার বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমলে উদ্বৃত্ত আয় অয়েলপুল অ্যাকাউন্টে জমা হত। তখন দেশে তেলের দাম সরকারকে ঘোষণা করে বাড়াতে হত। ফলে সমস্ত জনগণ জেনে যেত দেলের দাম বাড়ছে এবং তার প্রভাব বাজারে পড়বে। রে–রে করে বিরোধীরা আন্দোলনে সামিল হত। জনগণের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে সরকার। এখন তেলের দাম রোজ ১০ ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা বা ১ টাকা করে বাড়ছে। যাদের গাড়ি আছে তারা ছাড়া কেউ জানতে পারছে না। আর ২০ পয়সা, ১০ পয়সা করে যখন বাড়ে তখন ক্রেতাদের গায়ে খুব একটা লাগে না।যখন ৭২ টাকার তেল ৮২ টাকা হয়ে যায় তখন চমকে ওঠে।

কিন্তু তখন করার কিছুই থাকে না।আর সরকার ১ পয়সা দাম কমিয়ে জনগণকে বলতে চায় আমাদের হাতে কিছুই নেই। আসল মজাটা হল এই যে আগে বাজেটে একটা নির্দিষ্ট টাকা রাখতে হত অয়েলপুল অ্যাকাউন্টের জন্য। আর এখন সরকার বাজেট বহির্ভূত লক্ষ কোটি টাকা আয় করে তেল বেচে। অথচ সরকার দাম বাড়াচ্ছে তার দায় নিতে হয় না। দায় চাপায় আন্তর্জাতিক বাজারের উপর। জনগণের সঙ্গে এমন তামাশার ধাপ্পা পৃথিবীর কোনও দেশের সরকার দেয় বলে জানা নেই। সেই বাউল গানের কথা মনে পড়ে আমি পুকুরে সাঁতার কাটব তবু চুল ভেজাব না। অথবা অন্ন রাঁধব কিন্তু হাঁড়ি ছোঁব না।

পুলিশ প্রশাসনে রাজনীতিকরণ কবে বন্ধ হবে?

সব্যসাচী সান্যাল : পুলিশ প্রশাসনে রাজনীতিকরণের সংস্কৃতি সেই বাম আমল থেকে চলে আসছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভয় দেখানো, মিথ্যে পুলিশ কেসে জড়িয়ে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল করা আর প্রশাসনের মনগড়া তত্ত্ব দিয়ে বিভ্রান্ত করার পদ্ধতিকে মানুষ আর রাস্তায় নেমে সেভাবে প্রতিবাদ করে না। তা না হলে পুরুলিয়ার বলরামপুরে দুজন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সারা দেশজুড়ে আন্দোলন করার কোনও প্রচেষ্টা দেখা গেল না। বিশেষ করে পুলিশের আত্মহত্যার তত্ত্ব রাজ্যের মানুষের বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে।

সকলে এখন সত্যটা জানতে চায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি সব বিষয়ে মতামত দেন অথচ এই বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ কেন? ঝঞ্ঝাটহীন সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ সন্তর্পণে পুলিশি ঝামেলা এড়িয়ে চলে। বাম জমানার প্রতিদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আর ভীতির পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তৃণমূল দলকে বাংলার মানুষ শাসন ক্ষমতায় নিয়ে এল। কিন্তু অবস্থার কোনও উন্নতি দেখা যাচ্ছে না, সেই আগের মতো তৃণমূলের ভৈরববাহিনীর একই ধরনের জোরজুলুম, অত্যাচার। কলেজ, পঞ্চায়েত, পুরসভা চারিদিকে 'খাও খাও' পরিবেশ। এই নিয়ে শাসকদলের কোনও নেতাকে বলা যাবে না। না হলে চোখ রাঙানি সহ্য করতে হবে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভায় সম্মেলিত বিরোধীদলের কাছে বিজেপি কে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। কিন্তু কোথাও এই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো মারধর, রাজনৈতিক হিংসা, নির্বাচন নিয়ে আইনি লড়াই–এর কথা শোনা যায় নি, যা কিছুদিন আগেও সংবাদপত্রের শিরোনামে থাকত।

দেশের অন্য রাজ্যে ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর যে যার কাজে ব্যস্ত। আর এই রাজ্যে অন্য চরিত্র। সারা বছর শাসকদলের ওপরের সারির নেতাদের প্রশ্রয়ে দাদাগিরি, তোলাবাজি আর বেআইনি প্রোমোটারি করে একশ্রেণীর মানুষের সংসার প্রতিপালিত হচ্ছে। বঙ্গে রাজনীতি একটা লাভজনক ব্যবসা। রাজনৈতিক নেতাদের একে অপরকে হুমকি 'দেখে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ এই রাজ্যে এক অপসংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদপত্রে নানা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আর সান্ধ্যকালীন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের যুক্তি আলোচনার নামে হৈ হট্টগোল মানুষ পছন্দ করছে কি না সেটা বাকসর্বস্ব নেতাদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তবে এই অবস্থাতেও মানুষ অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তা নাহলে অনেক উন্নতি করেও পুরুলিয়ায় শাসকদল অনান্য জেলার থেকে অপেক্ষাকৃত খারাপ ফল করেছে। জঙ্গলমহলে একটা কথা বেশ চালু হয়েছে যে যত খেয়েছে, সে তত হেরেছে। গ্রামের মানুষ এখন তাদের সরকারি প্রকল্প সে আবাসন যোজনা প্রকল্প হোক আর ১০০ দিনের কাজ তার জন্য পঞ্চায়েত স্তরে স্থানীয় নেতাদের আর কমিশন দিতে রাজি নয়।

মানুষ এখন নেতাদের সরকারি টাকার নয়ছয় করে ভোগ বিলাসে থাকা পছন্দ করছে না। রাজ্যে এখন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা প্রয়োজন যে নিস্বার্থভাবে মানুষের জন্য কাজ করবে। রাজ্য ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা রাজনৈতিক দলের নেতাদের এখন বক্তৃতা দেওয়ার থেকে জনগণের জন্য সত্যিকারের কাজ করা প্রয়োজন। দেখা যাক আগামীদিনে এই বিষয়ে বঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের কতটা চেতনার উন্নতি ঘটে।

পাঠকের কলমে

মাহিনা বন্ধ কর

বে–সরকারি স্তরের যে কোনও কর্মী কাজে ফাঁকি দিলে তার কর্ম চ্যুতি, বেতন কাটা ইত্যাদি শাস্তির খড়্গ নেমে আসে। সরকারি স্তরে তা হবে না কেন? সরকারি স্তরে যারা কাজ করে তাদের বেতন দেওয়া হয় জনগণের করের টাকায়। জনগণের জন্য যারা সঠিক কাজ করবে তা না– তাদের মাহিনা দেওয়া হবে কেন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকারি কর্মীরা কাজে ফাঁকি দেয় বা সঠিক কাজ করে না। তাদের কারুরই বেতন কাটা হয় না।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। এসডিও, বিডিও, ডিএম থেকে শুরু করে বিচারক, মহা বিচারক সবার ক্ষেত্রেই ভুরি ভুরি কর্তব্যচ্যুতি দেখা যায়। ওরা কর্তব্যে ফাঁকি দিলে ওদের বেতন বন্ধ করা দরকার।

সমর বিশ্বাস, যাদবপুর

রিগিংয়ে উৎসাহ

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী ভোট কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে রিগিংয়ে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাফল্যের সাথে সন্ত্রাস হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে কোন বাধা দেয় নি। পুলিশ তার অন্যায় কাজে সহযোগিতাই করেছে। পুনর্নির্বাচনের দিনও টিভির পর্দায় দেখলাম গাছতলার ছায়ায় বসে বুথ পাহাড়া দিচ্ছেন। ওনার কথাতেই বোঝা গেল তৃণমূল ছাড়া অন্য কেউ যাতে ভোট দিতে না পারে তাই একটা মাছি (অ তৃণমূল) কেও গলতে দেওয়া হচ্ছে না। পুনর্নির্বাচনের দিন ও নির্বাচন কমিশন তাকে কিছু নিষেধ করেনি। ওনার এ কাজের জন্য বোঝা যাচ্ছে ইনি দুর্নীতি প্রিয় মানুষ। এদের মতো মানুষ আমাদের প্রিয় পার্টি তৃণমূলের অঙ্গে ছিঃ ছিঃ নামক কালি লেপন করে তৃণমূলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এদের ঘাড় ধরে না তাড়ালে পার্টি ডুবে যাবে।

স্বপ্না সাধুখাঁ, বারুইপুর

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়

চিংড়ি মাছের চমৎকারী

অন্যরকম

রিম্পি ঘোষ : চিংড়ি মাছ কথাটি বললে, প্রথমেই মনে পড়ে চিংড়ি মাছের মালাইকারি, ডাব চিংড়ি, এঁচোর চিংড়ি, পটল চিংড়ি, চিংড়ি মাছের চপের কথা। যাঁরা চিংড়ি মাছ খেতে ভালোবাসেন তাদের জন্যই এতোদিন পর্যন্ত চিংড়ি মাছ দিয়ে রকমারি তরকারি তৈরি করা হতো। কিন্তু এখন তাঁদের জন্য রয়েছে সুখবর। এখন আচার শুধু ফলেরই তৈরি হয় না, চিংড়ি মাছ দিয়েও আচার তৈরি করা যায়। হুগলি জেলার ধনিয়াখালির সোমসপুর গড়বাড়ি জেলেপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা মালা দে জানান, সোডিয়াম বেনজিয়াম দিয়ে প্রথম চিংড়ি মাছ পরিস্কার করে তারপর এমনি জলে ধুয়ে সোডিয়াম বেনজিয়াম, নুন, হলুদ দিয়ে চিংড়ি মাছ মাখিয়ে প্রায় মিনিট দশেক রাখতে হবে। এরপর সর্ষে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, মেথি গুঁড়ো লংকা, হলুদ গুঁড়ো, নুন, সামান্য চিনি (রং লাল হওয়ার জন্য), নারকেল গুঁড়ো নিতে হবে এরপর কড়াইতে সরষের তেল নিয়ে ছাকা তেলে এই মাছ হালকা ভাজতে হবে।

তারপর এই চিংড়িমাছগুলি কড়াই থেকে আলাদা করে তুলে রেখে দিতে হবে এরপর তেলে সামান্য রং হওয়ার জন্য চিনি দিতে হবে। এরপর ওপরের উপকরণের সঙ্গে পরিমাণমতো নুন, গরম মশলা ও টক স্বাদ আনার জন্য ভিনিগার দিতে হবে। কড়াইতে উপকরণগুলি মেশানোর সময় মশলাগুলি নাড়তে হবে। এইভাবে মশলাগুলি কষানো হলে তেল ছেড়ে দেবে এবং একটা সুন্দর গন্ধ আসবে।

এরপর ওই হালকা ভাজা চিংড়িগুলি ওই মশলাগুলির মধ্যে দেব। এইভাবে মশলাসহ চিংড়ি মাছ প্রায় মিনিট কুড়ি রাখার পর ওই মিশ্রণ ঠান্ডা করার জন্য গ্যাস নিভিয়ে ফেলতে হবে। এরপর মোড়কজাতকরণ করে প্রায় ছয়মাস রাখা যাবে। মালা দেবী জানান, ধনিয়াখালির মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক কল্লোল কদালির মাধ্যমে ৬ জন কলকাতার গড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ফিসারি কলেজে একদিনের চিংড়ি মাছের আচার তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই মাছের আচার তৈরির বিষয়ে দক্ষ ও সচেতন করে তুললে আয়ের সুযোগ ও কর্মসংস্থান দুটোই বৃদ্ধি পাবে এমনটাই আশা করা যায়।

বীরভূম

লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস

অভীক মিত্র : জন্মসিদ্ধ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার ১২৮তম তিরোধান দিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে রবিবার পালিত হলো বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে। রাজনগর ছোটোবাজার কুশকনী নদীর ধারে লোকনাথ বাবার মন্দিরে সকাল থেকেই ছিলো ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। লোকনাথ বাবার বিশেষ পুজো,ভক্তদের খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা ছিলো। অন্যতম উদ্যোক্তা অশোক সাধু বলেন, 'লোকনাথ বাবার শান্তির বানী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতেই তাদের এই আয়োজন। রাজনগরের জাতি – ধর্ম – বর্ন নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতায় আজকের এই উৎসবে প্রায় হাজার দশেক মানুষের পাত পেড়ে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে'। দুপুরে ভক্তদের খিচুড়ি ভোগে অ্যাপায়িত করা হয়। বোলপুরের নীলডাঙাতে লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো হয়।

ট্যারান্টুলা প্রকোপ মহম্মদবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সকালে মহম্মদবাজার ব্লকের ডেউচা গ্রামের রঘুনাথপুরে এক প্রাথমিক শিক্ষকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো লোমশ মাকড়সা 'ট্যারান্টুলা'। বামনি গ্রামে এক ব্যাক্তি ট্যারান্টুলার কামড়ে জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চরিচা,গিরিপুর এবং প্যাটেলনগরে উদ্ধার হয় লোমশ মাকড়সা 'ট্যারান্টুলা'। পরপর লোমশ মাকড়সা 'ট্যারান্টুলা' উদ্ধার হওয়ায় মহম্মদবাজার ব্লকজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর–১ নং ব্লকের মল্লারপুর–১ নং গ্রামপঞ্চায়েত এবং মহম্মদবাজার ব্লকের গণপুর গ্রামপঞ্চায়েত জিতেছে বিজেপি। মহম্মদবাজার ব্লকের আঙ্গারগড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের নয়টি আসনের মধ্যে তৃনমূল পাচটিঁ,বিজেপি দুইটি,সিপিএম দুইটি আসন জিতেছে। রবিবার আঙ্গারগড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের রাজ্যধরপুর বুথে বিজয় মিছিল করলো বিজেপি। বিজয় মিছিলের নেতৃত্ব দেন মহম্মদবাজার ব্লকের বিজেপির সাধারন সম্পাদক সন্তোষ ভান্ডারী। বিজয় মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু নানুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১লা জুন দুপুরে মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে নানুর থানার রাইপুর গ্রামে বাজ পড়ে মারা গেলো বুদ্ধদেব মন্ডল (৩২) নামে এক যুবক। রবিবার,সোমবার দুপুরে চিনপাই সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রচন্ড বৃষ্টি হয়। ২৮শে মে রাত্রে বাজ পড়ে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে হরিনসিঙ্গা গ্রামের গ্যারাজ এবং গাড়ি টায়ার দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে গেলো।

ডাইনি অপবাদে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিন মাস আগে স্বামী মারা গিয়েছিলো। তিন ছেলে মেয়ে সহ চম্পা হাসঁদা নামে এক আদিবাসী মহিলাকে পাড়ুই থানার বড়াল গ্রামে ডাইনি অপবাদ দিয়ে মারধর করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো মোড়ল গনেশ মুমুর বিরুদ্ধে। পাড়ুই থানায় আশ্রয় নিয়েছে।

আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিরিয়ালে সুযোগ করে দেবে প্রথমে প্রেম। তারপর ফেসবুকে অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বোলপুরের রাইপুরের ছাত্র প্রকাশ দাসের বিরুদ্ধে। অপমানে ৫ই মে আত্মঘাতী হয় মনিগ্রামের বোলপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের কলেজ ছাত্রী। পুলিশে অভিযোগ জানানোর পরেও সুরাহা হয় নি বলে অভিযোগ মৃত কলেজ ছাত্রী পরিবারের। অভিযুক্ত প্রকাশ দাস পলাতক।

মামাকে খুন নাবালক ভাগ্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ মে সকালে কড়িধ্যা ডোমপাড়া থেকে উদ্ধার হয় বাঁ হাত,পুরুষাঙ্গ কাটা অবস্থায় মোটর গ্যারেজ কর্মী সুব্রত অঙ্কুর (২৮) নামে এক যুবকের মৃতদেহ। বাড়ি চাকদহ গ্রামে। সুব্রতর স্পর্কিত ভাগ্নে রমেশ অঙ্কুর (১৫) এবং অমিত অঙ্কুর (১২) দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। রমেশের পিসতুতো দিদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিলো মামা সুব্রতর। ১লা জুন সিউড়ি জুভেনাইল আদালতের বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের বহরমপুর হোমে রাখার নির্দেশ দেন।

বিস্ফোরক উদ্ধার বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ জুন নামোদোলোরা গ্রাম থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত শেখ নাইলন নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলো ইলামবাজার থানার পুলিশ। ১লা জুন গাঁজা সমেত দুই ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলো খয়রাশোল থানার পুলিশ। ২৮শে মে রাত্রে কাংলাপাহাড়ি এলাকা থেকে আঙ্গুর শেখ নামে এক ব্যাক্তির বাড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার ডিটোনেটর এবং বারো হাজার জিলোটিন স্টিক উদ্ধার করলো নলহাটি থানার পুলিশ। আঙ্গুর শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৭শে মে বাসাপাড়া গ্রামের সনৎ বাউড়ির বাড়ি থেকে একটি রাইফেল,একটি ডবল ব্যারেল পাইপগান,একটি সিঙ্গল পাইপগান,কয়েক রাউন্ড গুলি,বোমা তৈরীর মশলা উদ্ধার করলো নানুর থানার পুলিশ। সনৎ বাউড়িকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন।

জাজিগ্রামে গৃহবধূ খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেয়ে বড়ো হচ্ছে বলে অবৈধ সম্পর্ক রাখতে না চাওয়ায় ২৭শে মে গভীর রাত্রে জাজিগ্রামে প্রেমিকের হাতে নৃশংসভাবে খুন হলো সাহরাবানু বিবি (৩৫)। পাইকর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মারা যায়। স্বামী অসমে কর্মরত। রামপুরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাহরাবানু বিবির ছেলে মেয়েরা – রবি বেগম (১৪),মুস্কান বেগম (১৫) এবং আড়াই বছরের রেহান শেখ। অভিযুক্ত কুরবানপুর গ্রামের প্রেমিক আব্দুর বারি ওরফে মাংলু পলাতক।

বিশ্বাসঘাতক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাটে রামপুরহাট কংগ্রেসের উদ্যোগে 'বিশ্বাসঘাতক দিবস' পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, রামপুরহাট বিধানসভা যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্গুর মিঞা, বিধায়ক মিল্টন রশিদ, কিষান ক্ষেতমজুর জেলা সভাপতি সৈয়দ কাপাসজোদ্দা সহ কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।

কম ব্যবধানে জিতলো ওরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত নির্বাচনে কম ব্যবধানে জিতলো। তলোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম প্রার্থীকে মাত্র দুই ভোটে হারিয়ে জয়ী হয় তৃণমূল প্রার্থী। ডাবুক গ্রামপঞ্চায়েতের হাজিপুর আসনে মাত্র এক ভোটে জয়ী হয় সিপিএমের সমীর মুর্মু। মহম্মদবাজার গ্রামপঞ্চায়েতের কুলিয়া সংসদে মাত্র দুই ভোটে বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হয় তৃণমূল প্রার্থী। এই বুথে পুনর্নির্বাচন হয়েছিলো।

খবর পাঠান হোয়াটআপে
৯০৬২২০১৯০৫

প্রধানমন্ত্রীত্বে মমতাকে দেখতে চান ভক্তরা, জয়ের লক্ষ্যে ঘর গোছাচ্ছে রাজ্য বিজেপি

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: আগামী লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ সালে। নির্বাচনের এখনও প্রায় এক বছর দেরি আছে। এরাজ্যে সবেমাত্র ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে। অথচ এই নির্বাচনের রেশ কাটতে না কাটতেই আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য কার্যত ওয়ার্ম আপ শুরু হয়ে গেল যুযুধান তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি শিবিরে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চেয়ে তাঁর ভক্তরা ফেসবুকে নানাভাবে প্রচারে মেতে উঠেছেন। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব লোকসভা নির্বাচনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে রাজ্যজুড়ে বিজেপি বামফ্রন্টের শক্তির তুলনায় বেশ কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই উজ্জীবিত। এই মুহূর্তে রাজ্যে বিজেপি মূল বিরোধী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় ঘুম ছুটেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। রাজ্যের কোনও জেলা পরিষদে বিজেপি উল্লেখযোগ্যভাবে দাগ কাটতে না পারলেও বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসকে যথেষ্টই চাপে ফেলে দিয়েছে। আর এনিয়ে কার্যত চিন্তিত শাসকদলের মধ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণও শুরু হয়েছে। এমনকি, রাজ্যের একজন মন্ত্রী তথা প্রবীণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতার কণ্ঠে আত্মসমালোচনারও সুর ভেসে ওঠে। সপ্তাহ খানেক আগে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফরে গিয়ে সেখানে কয়েকটি জায়গায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের খারাপ ফলের জন্য দলীয় কর্মীদের সঙ্গে

সাধারণ মানুষের যোগাযোগ কমে গেছে বলে হতাশা ব্যক্ত করেন। শুধু এটাই নয়, বহু জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল ফের মাথাচাড়া দেওয়ায় দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে ক্রমশ চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। অথচ এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যেই আগামী লোকসভা নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রীর কুরশিতে দেখতে চাইছেন তাঁর ভক্তরা। কর্নাটকে বিজেপিকে কংগ্রেস–জে ডি এস জোট ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সরকার গঠন করার পর থেকে ভক্তদের এই প্রত্যাশার পারদ চাতে শুরু করেছে। ভক্তদের বিশ্বাস, তাঁদের দিদিই (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আগামীতে দেশব্যাপী বিজেপি বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলির মুখ হতে চলেছেন এবং দিদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যও। আর এজন্য তাঁরা ফেসবুকের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কেও জনমত গঠনে এখন থেকেই রীতিমতো প্রচার শুরু করে দিয়েছেন।

এদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি করা তৃণমূল কংগ্রেস দলে নিজের আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই দলে প্রতিনিয়ত অসন্তোষ বাড়ছে। লোকসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের পারদ তত চড়বে। আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবে বিজেপি। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের একদা সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়কে দলে টেনে সেই কাজও শুরু করে দিয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। এসবের পাশাপাশি সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির মনোনীত প্রার্থীদের লড়াকু মনোবল অটুট রাখার জন্যও এলাকায় এলাকায় পর্যালোচনা বৈঠক শুরু হয়েছে। ওই বৈঠকগুলির মাধ্যমে আগামী লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল রচনা করার কাজ চলছে। কীভাবে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, এসবই আলোচনার মাধ্যমে ঘর গোছানোর কাজ চলছে বিজেপির। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়ে এমন একটি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির নেতা সায়ন্তন বসু, রাজীব ভৌমিক, জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ। কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে যেভাবে সন্ত্রাস করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করেছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে সেটা আর সম্ভব হবে না। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য মানুষকে সাথে নিয়ে তৈরি হচ্ছি।

তৃণমূলের বিজয় মিছিল

সঞ্জয় চক্রবর্তী : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাওড়া জগৎবল্লভপুরে তৃণমূল কংগ্রেস নস্করপুর অঞ্চল ১৭টির মধ্যে ১৩টি পেয়ে জয়লাভ করে। পঞ্চমবারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস নস্করপুর অঞ্চল দখলের পর রবিবার সকাল ৯টার সময় বিজয় মিছিলে সামিল হয় বহু তৃণমূল কর্মী। সবুজ আবীরে চলে আবীর খেলা। প্রচারে বিগত দিনের উন্নয়নমূলক কাজগুলি তুলে ধরা হয়। মিছিলে প্রথম সারির নেতা–নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরাধিকারী অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মমতার পর কে? তৃণমূলের অন্দরে চিরকালীন প্রশ্ন এটাই। বলার অপেক্ষা রাখে না, এমন প্রশ্নের কোনও সরাসরি উত্তর এতকাল জানা যায়নি। তবে মঙ্গলবার বিকালে খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই জানা গেল মমতার উত্তরাধিকারীর নাম। যাঁরা এই নামে সিলমোহর দিলেন, এই মুহূর্তে তৃণমূল সংগঠনে তাঁরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুই নেতা– সুব্রত বক্সি ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই কার্যত 'অভিষেক হয়ে গেল' অভিষেকের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তৃণমূলের ব্যাটন যে অভিষেকের হাতেই যাবে এদিন সে কথা স্পষ্ট করে দিলেন সুব্রত–পার্থরা।

সর্পাঘাতে মৃত্যু বাড়ার আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

সরকারি হাসপাতালে সর্পাঘাতে চিকিৎসার জন্য আরও সাহসী ও দক্ষ প্রশিক্ষিত ডাক্তার দরকার। তা না হলে বর্ষার সিজনে জেলায় সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ বলেন, আমাদের হাসপাতালে ১০টি এভিএস আছে। খুব জটিল কেস না হলে আমরা রেফার করি না। জেলার বিদায়ী জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, স্বাস্থ্য দফতর জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত মানুষকে সর্পাঘাতে চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে সচেতনা মূলক মডিউল খুব শীঘ্রই নেবে।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি বলেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। তবে গত ৭–৮ জুন স্টেট লেবেলে একটি প্রশিক্ষণ হয়েছে সর্পাঘাতে চিকিৎসার জন্য। আগামী দিনে সেটা ব্লক স্তর পর্যন্ত হবে। আশা করি সমস্যা মিটে যাবে।

কল্যাণীতে নিদারুণ জল সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গাছগাছালি ঘেরা কলকাতার অনতিদূরে শান্ত পরিবেশে ড: বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে গড়ে ওঠে কল্যাণী শহর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস দলের প্রথম রাজনৈতিক অধিবেশন এই শহরে অনুষ্ঠিত হয়।সরকার থেকে লিজে জমি কিনে সারা ভারতে বসবাসকারী বাঙালি চাকরি থেকে অবসরের পর নিরিবিলিতে জীবন কাটানোর জন্য এখানে বাসস্থান তৈরি করে। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের খোঁজ করলে দেখা যাবে কারোর না কারোর আত্মীয় এই শহরে থাকে। বহু উচ্চশিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত মানুষের বাস এই কল্যাণীতে। সল্টলেক ও কল্যাণী একই সময়ে গড়ে উঠলেও ড: বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর কলকাতার সন্নিকট হওয়ায় সল্টলেকের পরিকাঠামোর দ্রুততার সাথে উন্নতি হলেও কল্যাণী তার কৌলিন্য হারায়। শিল্পের পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত মানসিকতার অভাব, প্রতিনিয়ত শ্রমিক আন্দোলন, কলকারখানায় ছাঁটাই, লে অফ, সরকারি সম্পত্তির ব্যাপক চুরি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও সদুপরি সদিচ্ছার অভাবে বাম আমলে শিল্পের শহর কল্যাণী খাঁ খাঁ মরুভূমিতে পরিণত হয়। কল্যানীকে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বলা হয়। সেই হিসাবে এটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে বিবেচিত। কল্যাণীকে রাজ্যের শিক্ষার হাব বলা যায়। সরকারি, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিছুদিন পর কল্যাণীতে এইমস চালু হলে এই রাজ্যে উন্নততর চিকিৎসার সুযোগ তৈরি হবে। সারা শীতকাল জুড়ে দেশের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে নাটক পরিবেশন করতে অনেকে এই শহরে আসে আর রোজদিন লেগে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরপর তো শীতকালে আছে ঝিল পাড়ে পিকনিকের মজা। ঢাকেশ্বরী, রাধাগোবিন্দর মতো নানা সুস্বাদু মিষ্টির দোকান। তবেকল্যাণীর জনবিন্যাসের এখন দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্করা যারা একদিন কল্যাণীতে বাড়ি তৈরি করেছিল, অনেকেই এখন আর জীবিত নেই। তাদের সন্তান সন্ততিরা জীবিকার প্রয়োজনে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে তারা নিজেদের জন্য নতুন করে বাসস্থান তৈরি করে নিয়েছে।ফলে বি ব্লকের কিছু ফাঁকা বড় বড় প্লটের পুরোনো বাড়িগুলি ভেঙে প্রমোটারদের সৌজন্যে নতুন নতুন ফ্ল্যাট উঠছে এবং নতুন প্রজন্মের সাথে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কল্যাণীর অত্যাধুনিক পয় প্রণালী থাকায় অতিবৃষ্টির সময় শহরে জল জমে না। শীতের শুরুর ঠান্ডা আমেজ আর ভোর থেকে অজানা পাখির মিষ্টি ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে মনটা প্রশান্তিতে ভরেযায়।এই হেন শান্তির শহরে ইদানিং দেখা যাচ্ছে জলকষ্ট। বি ব্লকের দোতলা বাড়িগুলিতে পুরসভা থেকেপ্রতিদিন জলসরবাহ প্রায় হয় না। আসলে কল্যাণী শহরের গোড়াপত্তনের পর শহরের এলাকা অনেকটা বেড়ে গেছে। মানুষের বাসস্থানের প্রয়োজনে নিত্যনতুন ফ্ল্যাট গড়ে উঠছে। স্বাভাবিক নিয়মে শহরে অতিরিক্ত জলের প্রয়োজনে জলাধারের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। আশা করা যায় নাগরিকদের এই জলেরঅভাবের কথা বিবেচনা করে কল্যাণী পুরসভা আগামীদিনে সমস্যা সমাধানে নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষ করে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও প্রিয় শহর কল্যাণী।

এলাকা এখনও অবহেলিত

প্রথম পাতার পর

বিদ্যুৎ না থাকলেও এগুলি পেট্রোলে জ্বালানো যাবে। প্রতিটি টাওয়ার লাইট প্রায় একশ মিটার এলাকা কভার করবে। উদ্ধার কাজের জন্য একটা জরুরিকালীন টিম তৈরি করে রাখা হয়েছে। এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জামেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।' বিগত প্রায় বছর পাঁচেক ধরে এই অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে বলে এই আধিকারিকের দাবি। তিনি বলেন, 'এই জেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রবণ কিছু এলাকা রয়েছে যেমন, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ১ ও ২, মিনাখাঁ। একারণে এইসব এলাকায় ৬৫টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড়ের আশ্রয়কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে মোট পাঁচটি ব্লক মিলিয়ে। এছাড়া ৯৬টি ত্রাণ শিবিরের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। প্রয়োজনে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরও খোলা হয়।' তিনি আরও বলেন, 'চলতি ১৭–১৮ আর্থিক বর্ষে ৬৫টি সচেতনতা শিবির ও মকড্রিল সঙ্ঘটিত হয়েছে। এছাড়াও রিভিউ মিটিং করা হয়।' অবসরপ্রাপ্ত জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক অসিত চক্রবর্তী বলেন, 'জেলার প্রত্যেক ব্লকে বিডিওর অধীনে র‍্যাপিড রেসপন্স (আর আর) টিম আছে। স্বাস্থ্য দফতরের ডিস্ট্রিক্ট এপিডেমিক সেল–এর পক্ষ থেকেও অতিরিক্তভাবে দায়িত্ব পালন করা হয়। বহু সরকারি এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা সংসার ও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বিপর্যয় মোকাবিলায় অগ্রসর হয়ে থাকেন।' সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় মোট ১৮টি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র আছে। যার মুখ্য কার্যালয় রয়েছে বারাকপুরে। অসিতবাবু বলেন 'দূরভাষ সহ বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে বর্তমানে বিপর্যয় মোকাবিলায় এই জেলায় গতি বৃদ্ধি পেয়েছে একথা অনস্বীকার্য। তবু যতটা উন্নতি দরকার ছিল তা এখনও হয়নি।' এর জন্যে এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থানকে দায়ী করে অসিতবাবু বলেন, 'বসিরহাট ও বনগাঁ মহকুমাদ্বয়ের ভৌগোলিক কারণের জন্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনও প্রত্যন্ত এলাকা বিপর্যস্ত হলে জরুরিকালীন তৎপরতায় তার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। এমনকি সেসব জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছতেও ব্যাপক সময় লেগে যায়।' এসত্ত্বেও প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়া ও এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

প্রস্তুতি চলছে

প্রথম পাতার পর

বরফ, জ্বালানী তেল, খাবার নিয়ে মসজীবিরা প্রস্তুত। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাঙালীর পাতে প.াবে সামুদ্রিক মাছ। ইলিশ ও মিলতে পারে এমনটা অনুমান করা হচ্ছে।

আপামর বাঙালী যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে তখন ঐ মসজীবিরা অন্ধাকারে ট্রলারে আলো জ্বালিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে। সারা বছর অভাবে কাটলেও এই কটা মাসে দুটোর পয়সা মুখ দেখতে পায় নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে। জাল ফেলে মাছ ধরার সময় তাদের গলায় একটাই কথা শোনা যায় আমরা হারবো না, এগিয়ে যাবো আর বাঙলাকে ইলিশ ঝোলে রাখব

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র্য দিবস পালিত হল গত ২২ মে পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের উদ্যোগে। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। পর্ষদ চেয়ারম্যান অশোককান্তি সান্যাল, সচিব অর্ণব রায়, সন্দীপন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সঞ্চালক মলয় ঘোষ প্রাককথনে বলেন যে, ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৬টি দেশ স্বাক্ষর করে। জীববৈচিত্র্য না থাকলে প্রাণবায়ু থাকবে না। এজন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজন। মন্ত্রী শোভনবাবু বলেন, পঞ্চায়েত বা পুরসভার রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যাই তখন দেখতাম খাল, বিল ইত্যাদি জলাশয় সরু হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সেগুলিকে গার্ড ওয়াল তুলে দিয়ে জীববৈচিত্র রক্ষার চেষ্টা করছি। কোনও পুকুর ভরাট করতে দেব না। এছাড়া তিনি অশোককান্তি বাবুর বিশেষ প্রশংসা করেন।

অশোককান্তিবাবু বলেন, ধানগাছ, কলমি শাক, মৌমাছি ইত্যাদি রক্ষা এবং জীবজগৎকে বাঁচানো প্রয়োজন। সেই সঙ্গে জল ধরো, জল ভরো, গাছ রক্ষা ইত্যাদির কথাও বলেন। অন্যান্য অতিথিদের বক্তব্য শেষে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করা হয় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য। এদিন ১৮টি বিএমসি জমা দেয় বিভিন্ন জেলা থেকে। আলোচনায় রাজ্যে ৫০০০ টি ধরনের ভ্যারাইটি থাকলেও বর্তমানে ৫০০০টি ধানের ভ্যারাইটি লক্ষ্য করা যায়। বাকিগুলি হারিয়ে গেছে। এজন্য জীববৈচিত্র্য বিশেষ জরুরি বলে বক্তব্যে উঠে আসে। বিভিন্ন জীবজন্তু, শাক–সবজি, চুনো মাছ ইত্যাদি সংরক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র রক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির উদ্যোগে জীবন রক্ষা প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ জুন শুক্রবার গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির মুখ্য কার্যালয়ে সমিতির উদ্যোগে আপতকালীন জীবন রক্ষার জন্যে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন বারাসত নারায়ণ মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ অপূর্ব পাঁজা ও তাঁর সহকারী মিঠুন দে। সমিতির শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক /সেচ্ছাসেবিকা এই শিবিরে অংশ নেন। নকল পূর্ণবয়স্ক মানুষ ও নকল শিশুকে ব্যবহার করে ডাঃ পাঁজা এই প্রশিক্ষণ দেন। পূবর্ণবয়স্ক মানুষের হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে এবং শিশুদের খাদ্যনালীতে খাবার আটকে সে অচেতন হয়ে পড়লে সম্ভাব্য মৃত্যু থেকে তাদের শুধুমাত্র হাতের কৌশলে এবং মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে কিভাবে রক্ষা করা যায়, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের তা শিক্ষা দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে সমিতি এই ধরনের সচেতনতা শিবির আরও আয়োজন করবে বলে সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার ঘোষণা করেন।

অনলাইনে ইলিশ

প্রথম পাতার পর

এক সঙ্গে প্রচুর ইলিশ আমদানি হলে মাছ মজুত রাখার অভাবে, ব্যবসার ক্ষতি করেও দালালদের বিক্রি করে দিতে হয় মাছ। যদিও বা এবছর বেশ কিছু নতুন বরফকল তৈরি হয়েছে, তা সত্ত্বেও মৎস্যজীবীদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে, অভিনব এই উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন।

এক সময় একসঙ্গে প্রচুর ইলিশ আমদানি হলে সেগুলি পচে নষ্ট না হয়ে যেত। তার জন্য রাজ্য সরকার নামখানা, কাকদ্বীপ ডায়মন্ড হারবারে হিমঘরের ব্যবস্থা করেছিল। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই হিমঘর। হিমঘর গুলিতে ১৫০ টনের বেশি ইলিশ মাছ বা অন্যান্য মাছ মজুত রাখা যায়। তাতেও তেমন কিছু সুফল হয়নি। এবার মৎস্যজীবীদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে শুধু , কাকদ্বীপ কিংবা ডায়মন্ড হারবার নয় সারা রাজ্য তথা ভারতবর্ষের যেখানে মাছ পাওয়া যায়, বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়, সেই সব অঞ্চল গুলিতে অনলাইনে মাছ বিক্রি করার ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন। অনলাইনে বিশেষ অ্যাপস নিয়ে আসছে এই সংস্থা। রাজ্যের যে কোনও জায়গা থেকে প্রয়োজন মতো ইলিশ পাওয়া যাবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে সরকারি প্রতিনিধি দল এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে, ইন্টারনেট ব্যবহারের পদ্ধতি জানতে। জানতে এসেছেন, কী ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে, মাছ ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে।

এবিষয়ে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, এই জেলায় নদী বা সমুদ্রের ধারে বসবাসকারীরা বেশির ভাগই মাছ ধরে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করেন। বিশেষ করে তাঁরা ইলিশ মরশুমে ইলিশ মাছই ধরেন। এক এক সময় প্রচুর ইলিশ জালে ধরা দিলে দেখা যায়, সেই মাছগুলি সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সেই সময় ট্রলার মালিক ও মৎস্যজীবীরা দালালদের খপ্পরে পড়ে কম দামে মাছ বিক্রি করে দেয়। মৎস্যজীবীদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কয়েক কোটি টাকা খরচ করে হিমঘর তৈরি করা হয়েছে। এবার ইন্টারনেট অ্যাপসও তৈরি করা হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই অ্যাপসের ফলে মালিক ও ক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হবে। আর যার ফলে মাঝখানে কোনও দালাল চক্র থাকবে না। এই কারণে মৎস্যজীবীরা যেমন লাভ পাবেন, সেই রকমই ক্রেতারাও কম দামে মাছ পাবেন। তবে এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি ও উদ্যোক্তা সতীনাথ পাত্র জানান,এই অ্যাপস তৈরি হলে আমরা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তে ইলিশ পাঠাতে পারব। এবং মাঝে কোনও দালাল বা ফড়ে না থাকায় ক্রেতারা অনেক কম দামে পাবে বলে আশা রাখছি। এর পাশাপাশি সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, বহুদিন ধরে রাজ্য সরকারের কাছে হিমঘর তৈরির জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলাম। গতবছরে এত ইলিশের আমদানি হয়েছে যে নদীতে ফেলে দিতে হয়েছিল হিমঘর না থাকার জন্যে।

আমরা বারবার সরকারের কাছে জানিয়ে আসার পর অবশেষে বহুদিনের সেই দাবি পূরণ হল। এবার মৎস্যজীবীরা উপকৃত হবেন। এই ব্যবসার ক্ষেত্রে আরও একটা সুবিধা হল যে, ইন্টারনেট অ্যাপস আসার ফলে মৎস্যজীবীদের আর দালাল চক্রে পড়তে হবে না। সরাসরি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হবে। মাছের দাম ভালো পাওয়া যাবে। যার ফলে মৎস্যজীবীরা উপকৃত হবেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশ সমবায় সমিতির একটি প্রতিনিধি দল এ রাজ্যে এসেছেন, কীভাবে ইন্টারনেটের অ্যাপসের মাধ্যমে মাছ বাজারে বিক্রি হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে। প্রতিনিধি দলের আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ বর্মন জানান, বাংলাদেশে ইলিশ সব থেকে বেশি পাওয়া যায়। অথচ বিক্রির ক্ষেত্রে নানান সমস্যা রয়েছে।শুনলাম এই রাজ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমুদ্রের ইলিশ বিক্রি করা হবে। এই বিষয়টি জানার জন্যই এই রাজ্যে এসেছি। বিষয়টি বিস্তারিত জানার পর, সুফল পেতে বাংলাদেশেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতারা উভয়ই লাভবান হয়।

এখন শুধু আমাদের সময়ের অপেক্ষা। এবার হাতের আঙুলের ক্লিকে পেয়ে যাব রসনার ইলিশ। আর ভাতপাতে বিভিন্ন পদে থাকবে সেই রুপালী ফসল আমার আপনার সবার প্রিয় ইলিশ।

মহানগরে

নির্বাচনে এখন ভোটাররাই পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়রে লোকসভা ভোট। রাজনৈতিক দলগুলির ব্যস্ততা তুঙ্গে। শাসক বিরোধী সকলে নিজে নিজের স্ট্র্যাটেজি খাটিয়ে ময়দানে নামতে প্রস্তুত। জোট না একক তার পরীক্ষা হবে ২০১৯।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে 'ইলেকট্রোরাল ইনটিগ্রিটি অ্যান্ড রোল অফ মানি ইন ইলেকশন' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় ২ জুন ২০১৮ উপস্থিত ছিলেন ভারতের মুখ্য ইলেকশন কমিশনার ওমপ্রকাশ রাওয়াত। তিনি বলেন, ২০১৯-এ ভোটাররাই হবেন পুলিশ। একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে যাতে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে কোনও বেআইনি এবং সন্ত্রাস দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভিডিও করে সেই অ্যাপে দিয়ে দিলে সমস্ত উচ্চপদস্থ অফিসারদের কাছে পৌঁছে যাবে। কর্ণাটক ইলেকশনে এই অ্যাপের দ্বারা প্রায় ৭৪০টি ভিডিও পৌঁছেছে ইলেকশন কমিশনে। এবার থেকে

এই অ্যাপের দ্বারাই ভোটাররা নজর রাখবে ভোটকেন্দ্রে। তিনি মনে করেন এতে সন্ত্রাস অনেকটা কমবে এবং ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে সাহস পাবে এবং ভোটারাধিকার প্রয়োগ করতে কোনও অসুবিধা হবে না। এই আলোচনার মাধ্যমে তিনি আরও জানান, তারা চেষ্টা করছে শুধু স্পর্শকাতর নয় সব কেন্দ্রেই ভিভি প্যাডযুক্ত ইভিএম মেশিন দেওয়ার। যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝি এবং ভোট গণনাও নির্ভুল হবে। তবে নিশ্চিত এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমে ভোটের জন্য খরচ কিছুটা হলেও কমবে কারণ, রিপোলিং বা অন্যান্য কিছু হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

তিনি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু শুধু মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল খবর এবং ভুয়ো খবরের জন্য সব থেকে কম মার্কস পেয়েছে। তাই তিনি আবেদন করেন এরকম যেন আর না হয় তবে তারাও এদিকে কঠোর নজরদারি চালাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আইন নেই কোনও নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলকে অনথিভুক্তকরণ করার। কিন্তু তারা কিছু কিছু রাজনৈতিক দলকে তালিকাভুক্ত করছে যারা ভোটময়দানে এখন আর তেমন সক্রিয় নয়। তাদেরকে নোটিশ এবং চিঠি পাঠিয়ে তা সুনিশ্চিত করে অতালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে ইলেকশন কমিশন। এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআই-এর সিনিয়র সহসভাপতি ভিশাল ঝাঁঝারিয়া।

তিনি স্বাগত ভাষণে বলেন, ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ১৬৮৯টি নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৬৫২টি দলই কোনও ফল করেছে শূন্য। এবং মাত্র ৩৭টি রাজনৈতিক দল লোকসভা নির্বাচনে ফল করতে পেরেছে। তাই তিনি ইলেকশন কমিশনের কাছে আবেদন করেন যে তারা যেন এর ওপর আলোকপাত করে। এছাড়াও তিনি বলেন, ২০০৩ সালে এক আইন আনা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল ক্রিমিনাল কেস থাকা জনপ্রতিনিধিদের ভোটে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ষোড়শ লোকসভায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ বিজয়ীদের অন্তত পক্ষে ১টি করে ক্রিমিনাল কেস রয়েছে। যা বলাবাহুল্য পঞ্চদশ লোকসভা থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, এটা সত্যি দুঃখজনক যখন দেখা যায় আইনভঙ্গকারীরা আইন তৈরি করছে। তিনি জানতে চান ইলেকশন কমিশন কি এই ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দফতরের ইলেকশন ব্রাঞ্চের মুখ্য ইলেকট্রোরাল অফিসার আরিস আফতাব, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এমসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি দীপক জালান।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

উদ্যানে প্যান্ডেল নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটোবড়ো মিলিয়ে কলকাতাস্থিত ও কলকাতা পুরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত মোট উদ্যানের সংখ্যা কমবেশি ৭০০টি। কলকাতার সর্বত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই সমস্ত উদ্যানের এক প্রান্তে বিবাহ উপলক্ষ্যে পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য শাল খুটি বা বাঁশ দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। পুর উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের বক্তব্য, কলকাতা পুরসংস্থার কোনও উদ্যানে ও খেলার মাঠে পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য মণ্ডপ করার কোনও অনুমতি পুরসংস্থা থেকে দেওয়া হয় না। যদি কোথাও কোনও উদ্যানে এমন ব্যবস্থাপনা ঘটে থাকে, তাহলে পুর উদ্যান দফতর, বা আমার ই-মেল : mmic_pgs@kmcgov.in বা মহানাগরিকের হোয়াটস অ্যাপ নম্বর : ৮৩৩৫৯ ৮৮৮৮৮ তে জানান, তাহলে এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিবিএসই পরীক্ষাগুলিকে নির্ভুল করতে ব্যবহার করা হবে প্রযুক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের প্রতিটি শিশুকে গুণগতমানের শিক্ষা প্রদানে সরকার দায়বদ্ধ। এই লক্ষ্যপূরণে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কলকাতায় গত সোমবার (৪ জুন) মার্চেন্ট চেম্বার অফ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক সভায় এ কথা জানান কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব অনিল স্বরূপ। তিনি আরও বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল হোক বা শহরের স্কুল, সর্বত্রই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। সমাজে পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি দূর করার মতো প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রযুক্তির রয়েছে। আগামী বছর থেকে সিবিএসই পরিচালিত পরীক্ষাগুলিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভুল-ভ্রান্তি দূর হবে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তাঁর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে স্বরূপ বলেন, আইসল্যান্ড থেকে ফিনল্যান্ড পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্রই মানুষ সমাধানের খোঁজ করে। কিন্তু, ভারতে কি হয় তার খোঁজ অনেকেই রাখে না। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই তিনি সমগ্র ভারত সফরের উদ্যোগ নেন। এর অঙ্গ হিসেবে তিনি এ পর্যন্ত ২৪টি রাজ্য সফর করেছেন। পুনে থেকে গোয়া, কার্গিল থেকে শ্রীনগর, বস্তার থেকে সুকমা গিয়েছেন তিনি। সফরের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি এমন কিছু অসাধারণ সমাধান সূত্রের খোঁজ পেয়েছেন, যা বিশেষভাবে উল্লেখ, স্বীকৃতি ও প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি ১১১টি সেরা সমাধান সূত্র একত্রিত করে, সেগুলিকে নিয়ে সাত দিনের এক কর্মশিবিরের আয়োজন করেন। ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তার এক অসাধারণ উদাহরণও তিনি চাক্ষুষ করেছেন। মহারাষ্ট্রের পন্তেপদা অঞ্চলে না আছে বিদ্যুত, না আছে কোনও ওয়াই-ফাই। তা সত্ত্বেও সেখানকার শিক্ষক সন্দীপ গোন্ড সেকেন্ড-হ্যান্ড ল্যাপটপ দিয়ে এক ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করেছেন। এখন, সেখানকার প্রতিটি শিশুর কাছে ল্যাপটপ রয়েছে। সৌরশক্তির সাহায্যে ওই ল্যাপটপগুলি চার্জ করা হয়। ৬০ হাজার বিদ্যালয়ের কাছে শিক্ষক সন্দীপ গোল্ডের ওই উদ্যোগ মডেল বা আদর্শস্বরূপ হয়ে উঠেছে। এমনকি, স্বয়ং রাষ্ট্রপতি তাকে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেকে পাঠিয়ে সম্মান জানিয়েছেন।

লক্ষ্মৌ সফরের সময় তিনি একবার বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্নকালীন আহার বা মিড-ডে মিল খেয়ে দেখেন। সেই খাবার এত সুস্বাদু ছিল যে, তিনি সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর শুরু করেন। তিনি জানতে পারেন অক্ষয় পাত্র নামে জনৈক ব্যক্তি ওই খাবর সরবরাহ করে থাকেন। ১৫ লক্ষ শিশুকে সেই মিড-ডে-মিল সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ৩০ লক্ষ শিশুকে ওই খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

এই সভায় রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন পর্ষদের সদস্য স্বামী মুক্তিদানন্দ, বিড়লা হাইস্কুলের ডাইরেক্টর মুক্তা নৈম, হেরিটেজ স্কুলের প্রিন্সিপাল সীমা সাপরু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতার সম্মান ফেরাল উচ্চমাধ্যমিক

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : ২০১৮-র মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রথম ১০ স্থানাধিকারীতে কলকাতা মহানগরস্থিত ছাত্রছাত্রীরা জেলার ছাত্রছাত্রীদের কাছে গোহারান হারে। সেই হারের মুখ থেকে ২০১৮-র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রথম ১০ স্থানাধিকারীতে কলকাতার

যাদবপুর বিদ্যাপীঠের ছাত্রী অভ্রদীপ্তা ঘোষ (৪৮৬), যোধপুর পার্কস্থিত পাথ ফাইন্ডার এইচএস পাবলিক স্কুলের অরিত্র রায় (৪৮৬), সায়নি দত্ত (৪৮১), গড়িয়াহাট পাঠ ভবনের ছাত্রী তন্নিষ্ঠা মণ্ডল (৪৮৫), দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণ দাস রোডের নবনালন্দা হাই স্কুলের সাগ্নিক তালুকদার (৪৮৫) ও তীর্থশঙ্কর বাছার (৪৮১), বিধান সরণির বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রী দিশা ঘোষ (৪৮৪), দক্ষিণ কলকাতার মাঝেরহাট স্থিত বিদ্যাভারতী গার্লস হাই স্কুলের শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায় (৪৮২), টালিগঞ্জের শাহ নগর রোডস্থিত অভ্র অ্যাসোসিয়েশন হাই স্কুলের নিশা যাদব (৪৮২)-রা কলকাতার অতীত সম্মানকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে।

গত ২০১৭-র তুলনায় ০.৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে এবার রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার হয়েছে ৮৩.৭৫ শতাংশ। এবার ছাত্রদের পাশের হার ০.৮০ শতাংশ। কলকাতা জেলা থেকে এবার সেই পরীক্ষার্থী ছিল ৩৪,৮৯০ জন। পাশ করেছে ৩০.৫৯২ জন, ছাত্রদের পাশের হার ৪৫.৪৮ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৫৪.৫২ শতাংশ।

এবারের উচ্চমাধ্যমিকের 'ও' গ্রেড পেয়েছে ৫,২৪৮ জন, 'এ+' ৪১,৪২৮ জন, 'এ' ৮৩,১৩২ জন, 'বি+' ১,২১,১৫৩ জন, 'বি' ১,৬৮,৫০১ জন, 'সি' ২,০১,৮৯৯ জন, 'পি' গ্রেড পেয়েছে ২,২,৩৮ জন অর্থাৎ ৬০ শতাংশের কম নম্বর পেয়েছে ৩,৭২,৬৩৮ জন। কলকাতা স্বনামধন্য শিক্ষকদের বক্তব্য, এদের উচ্চশিক্ষার দিকে না যাওয়াই শ্রেয়। বিভিন্ন কারিগরি দিকে বেছে নেওয়া এদের উপযুক্ত কাজ হবে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, ২০১৯-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার শেষ হবে ১৩ মার্চ মঙ্গলবার।

বিজ্ঞানে জোর দেওয়াই কাল 'এএ' গ্রেডে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার গত বছরের তুলনায় সামান্য কমলেও (০.১৬ শতাংশ) এবার বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়ে 'এএ'-আউটস্ট্যান্ডিং (৯০-১১০) পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে 'এএ' পাওয়া ছাত্রছাত্রী অনেকটা কমেছে। ইংরেজিতে তো 'এএ' পাওয়া ছাত্রছাত্রী গত বছরের তুলনায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আবার বর্তমানে পড়ুয়াদের অধিকাংশের বাংলা ও ইতিহাসে ঝোঁক অনেকটা কম। এর ফলেই সার্বিক ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

বিষয়ভিত্তিক 'এএ' আগে ও এবার

বিষয়	২০১৮	২০১৭	২০১৬
প্রথম ভাষা	১০,২০৩	১২,৮৫৯	১০,৭১৮
দ্বিতীয় ভাষা	৫,৩০৫	১১,৪১৯	৬,১৩৪
গণিত	৩০,৬১৪	২৪,৪৯২	২৭,৩৪৮
ভৌতবিজ্ঞান	২৪,৬৮৫	১৪,৬১২	৩১,৯৮৯
জীবনবিজ্ঞান	৪০,২৯৭	২৮,০৪১	৫৪,৫৮৪
ইতিহাস	১৫,১৩২	১৯,২২৫	৫৯১০
ভূগোল	২৬,২০০	২৮,০৫৩	১২,৮০৩

নতুন শিল্পের জন্য প্রস্তুত রাজ্য : মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব ভারতের বিদ্যুৎ বা শক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে এক আলোচনার সভার আয়োজন করা হয় এমসিসিআই-এর পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ রাখেন এমসিসিআই-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। মুখ্য ভাষণ রাখেন আধুনিক পাওয়ার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স লিমিটেডের সভাপতি অরুণ পালিত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটারি কমিশনের চেয়ার পার্সন আর এন সেন। সকলেই পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে ভবিষ্যৎ খুবই ভালো তা নিয়েই আলোচনা করেন। তবে একটাই ভাবাচ্ছে তা হল কয়লার দাম। তবে তাঁরা আশ্বাস দেন নিশ্চিতভারে এর কোনও সুরাহা হবে। প্রধান অতিথি রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার ভাষণে বলেন, রাজ্য নতুন শিল্প গড়তে তৈরি। কারণ রাজ্যে এখন বিদ্যুতের মান খুবই ভালো এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিষেবা দিচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে বিদ্যুতের ওপর বাজেট ছিল ৪৯৫ কোটি কিন্তু ২০১৭-১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮১৮ কোটি। কারণ এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমেই বিদ্যুৎ পরিষেবা। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যুত পরিষেবার ওপর সব থেকে বেশি দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে। ২০২৫ সালের মধ্যে রাজ্যে ৭৫ শতাংশ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। এছাড়াও সৌরশক্তি ও বিকল্প শক্তির ওপরে সরকার নজর দিয়েছে। সেক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সৌরশক্তি বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে এক অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২০২০-২১ সালের মধ্যে ২০০ মেগাওয়াট সৌরশক্তি বানানো সম্ভব হয়ে উঠবে। এর বেশি হওয়া সম্ভব নয় কারণ ভূমি সংকট। পশ্চিমবঙ্গের আলোশ্রী প্রকল্প যে শিখরে তা নিশ্চিত।

এছাড়াও তিনি বিশেষভাবে বলেন, বীরভূমের যে কয়লা খনি পাওয়া গেছে তা কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হস্তান্তর করেছে যা সত্যি ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো। তাতে কয়লার যোগান আমাদের রাজ্যে বাড়বে।

এছাড়াও এদিন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়।

বন্ধুর পরিবেশ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'বন্ধু এক আশা' এক অভিনব পদ্ধতিতে পালন করল এই দিনটি। তারা রাজ্যের প্রায় ৫০ জন বিশিষ্টর হাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গাছ লাগানো টব তুলে দিল তাদের হাতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন অভিনেত্রী ইন্দ্রনী হালদার, বালির বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া, কলকাতা কর্পোরেশনের এমএমআইসি দেবাশিস কুমার, বিএসএফ-এর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল আজমল সিং কাথা, বিএসএফ-এর ডিআইজি জি মঞ্জুরান, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শিশু ও নারী কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, জোড়াসাঁকোর বিধায়ক স্মিতা বক্সী, সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র, পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অলোক সান্যাল, পুরপিতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গাছ ভর্তি টব তুলে দেন বন্ধু এক আশা-র পক্ষ থেকে তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুদীপ্ত রায়চৌধুরী, সম্পাদক প্রীতম সরকার সহ অন্যান্য সদস্য সদস্যারা। এমন এক অনবদ্য ভাবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে বন্ধু। এই নতুন ধরনের পরিবেশ দিবস উদযাপন পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহ যোগাবে বলে মনে করেন সংস্থার সদস্যরা।

নিমতলা স্নান ঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে উত্তর কলকাতার নিমতলার মহাশ্মশান ও শ্মশান সংলগ্ন পুলিশ ফাঁড়ি যা কিনা পূর্বে নিমতলা স্নান ঘাট (হেরিটেজ ঘাট মাধব মুখার্জি ঘাট) হিসাবে পরিচিত। এই দু'টি কলকাতা পুরসংস্থার ওয়ার্ডের সীমানানুসারে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত।

দেশ-দেশান্তরে

রেডিও দাদাগিরি

প্রবাসী নাগ : চিনা রেডিওর দাদাগিরি বন্ধ করতে চৈনিক সীমান্ত জুড়ে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল পাতবে ভারত সরকার। অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরে মঙ্গলবার একথা জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। মন্ত্রী জানান, অরুণাচলের আঞ্জ জেলার শেষ সীমান্ত গ্রাম কিবিথু ভ্রমণে গিয়ে ভারতের দুর্বল যোগাযোগ নিজে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। দেখে এসেছেন সেখানে ভারতের নয়, মেলে চিনা রেডিও তরঙ্গ। নির্মলা জানান, দশ দিন আগেই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। অতিরিক্ত বরাদ্দও করা হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীতে আরও মহিলা নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি চান মেয়েদের জন্য স্থায়ী কমিশন। যদিও একাজ করতে পেরোতে হবে আইনি বাধা। কারণ কিছুদিন আগে আদালত জানিয়েছে সেনাবাহিনীতে মেয়েরা স্থায়ী কমিশন পেতে পারে না। তবে বিস্তারিত তথ্য না থাকায় এদিন মন্ত্রী সীমান্তে চিনা খনন কাজ সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

পাকিস্তানে নির্বাচন

কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রীর অধীনে জনসাধারণের সরকার গড়তে আগামী ২৫ জুলাই সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানে সরকার ফেলে সামরিক শাসন লাগু হওয়ার প্রবণতা দেশে প্রায় কোনও সরকারকেই পূর্ণ সময় পার করতে হয় না। একমাত্র ২০১৩ সালে একটি সরকার পূর্ণ সময় অতিক্রম করেছিল। পাকিস্তানের মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলি একে স্বাগত জানিয়েছে। তবে আগামী দুমাস অস্থায়ী নবীনমন্ত্রীকে জঙ্গি অভিযোগ মাথায় নিয়ে কাটাতে হবে ভয়াবহ সময়। মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এরা যদি নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা যথেষ্ট উদ্বেগের হবে।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর এদিন সম্মেলনে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে মানুষের বিকাশের জন্য। তিনি আরও বলেন সরকার চাষিদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এনেছে যা চাষবাসে চাষিদের সাহায্য করছে এবং চাষিরা আয় করছে অনেক বেশি। বিরোধীরা এক জোট হয়েছে কিন্তু তাতে 'সাফ নিয়তি সহি বিকাশ' আটকাতে পারবে না। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে পড়াশুনো আরও সহজ সরল করে তোলাই তার লক্ষ্য। পরে কিছু রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, রাজ্যে যেসব বিজেপি কর্মীদের মেরে ফেলা হচ্ছে তা সত্যি দুঃখজনক। প্রথমে তারা মানুষ তারপর কোনও দলের। এরকম হওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। এরপরে তিনি এও বলেন, সারদা-নারদা নিয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত তদন্তের মতোনই চলবে।

খনিজ ব্লক সরকারকে দেবে জিএসআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (জিএসআই) সম্প্রতি ধাতু অনুসন্ধানের কাজে অনেকটাই এগিয়েছে। আগামীদিনে বিশেষ কয়েকটি চিহ্নিত খনি ব্লক কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে চলেছে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে খনি মন্ত্রকের পূর্ণ সহায়তা জিএসআই পাচ্ছে বলে জানান ভারতের ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণের মহানির্দেশক ডঃ দীনেশ গুপ্তা। জিএসআই-এর কাজের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মহানির্দেশক জানান, দেশের ৯৯.৩৫ শতাংশ স্থানের ভূতাত্ত্বিক ম্যাপ তৈরির কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে ৯.৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকার জিও-কেমিক্যাল ম্যাপিং-ও করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৭ জুন) কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে ডঃ গুপ্তা আরও জানান, জিএসআই ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে ও কানাডার প্রাকৃতিক বিভাগের সঙ্গে একযোগে বিভিন্ন রাজ্যের ধসপ্রবণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করার কাজ চালাচ্ছে। এছাড়া জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ম্যাপ তৈরি করছে জিএসআই।

এখনও পর্যন্ত ১.৭১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকার ম্যাপ প্রস্তুত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ হবে। ইতিমধ্যে জনসাধারণের প্রয়োজনে দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকার ম্যাপ আপলোড করা হয়েছে বলে ডঃ গুপ্তা জানান।

মাঙ্গলিকী

তরুণ দলের উদ্যোগে রবি–প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এবারও তরুণ দলের উদ্যোগে কবিগুরুর ১৫৮তম জন্মদিবসটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল গত ২১ মে সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের সূচনা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। রবিঠাকুরের গানে নৃত্য পরিবেশন করল খুঁদে শিল্পী আরাত্রিকা নন্দী। স্প্যানিশ গিটারে কবির গানের সুর বাজালো কিশোর শিল্পী সৃঞ্জয় মল্লিক। আরেক শিশু শিল্পী শৈনিতা দাশগুপ্ত যোদ্ধাবেশে বীরপুরুষ আবৃত্তি করে শোনালো। রবি ঠাকুরের গান পরিবেশন করলেন জ্ঞানেন্দ নাথ রায়, মালা চন্দ, মিনু প্রধান মণ্ডল, পিউ মুখার্জী, স্বপ্না নন্দী, লতা দত্ত, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল, বন্দনা দত্ত, শ্যামল বিশ্বাস, সর্বাণী সরকার, অঞ্জলী চক্রবর্তী, পায়েল কর্মকার, হিমাদ্রী কর্মকার, বাবুরাম কর্মকার ও বিজয় দাস।

আবৃত্তি করলেন নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, অনিমা বিশ্বাস, শেফালী সরকার, কবিতা দাস, তারাশঙ্কর দত্ত। এছাড়াও স্বরচিত কবিতা ও গীতি–আলেখ্য পেশ করলেন, সুশীল দাস, গৌর দাস, অভয় গাঙ্গুলী, দেবনাথ পোড়ে, সুজিত দেবনাথ, পাপিয়া দে, বিজন চন্দ, স্বপন কুমার ঘোষ, স্বপন দাস, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার প্রমুখ। প্রচেত গুপ্তের লেখা রস–রচনাটি পাঠ করলেন উদয় চক্রবর্তী, বৈশাখ ও রবিঠাকুরের উপর লিখিত একটি রম্য রচনা পাঠ করলেন তারুণ্য–র সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। শেষ পর্বে পায়েল কর্মকারের নৃত্য পরিবেশনা এদিনের অনুষ্ঠানে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়ীত্বে ছিলেন সুকুমার মণ্ডল।

ব্যঙ্গমা–র বার্ষিক অধিবেশনে ব্যঙ্গমা গৌরব (২০১৮) পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ মে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতার ব্যঙ্গমা রসসাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল ৭৮ লেক রোডে শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনের সভাপতিত্বে। চল্লিশ জনের উপস্থিতিতে সভাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। এই সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল ব্যঙ্গমা গৌরব পুরস্কার প্রদান এবং ব্যঙ্গমা ষান্মাসিক পত্রিকার মে ২০১৮ সংখ্যাটির প্রকাশ। প্রসঙ্গত,

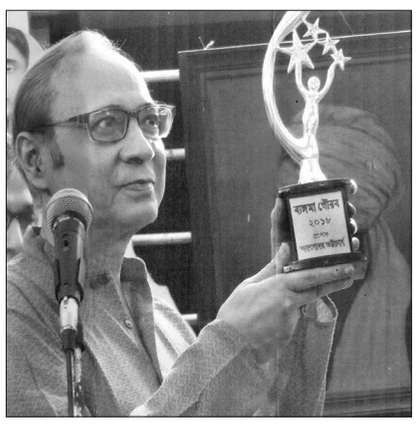

এই সাহিত্য গোষ্ঠী ইতিপূর্বে গত দু–বছর যাবত ব্যঙ্গমা রত্ন পুরস্কার প্রদান শুরু করেছিল। কিন্তু বর্তমান বছর থেকে পুরস্কারটির নাম ও অভিমুখ কিঞ্চিত বদল করা হয়েছে। রঙ্গব্যঙ্গ সাহিত্যের নানা শাখা–গল্প, ছড়া, রম্য রচনা, লিমেরিক, প্যারোডি ইত্যাদি তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং ব্যঙ্গমা সংগঠনের নানা দায়ীত্ব কৃতিত্বের সঙ্গ পালনের জন্য এবছর ব্যঙ্গমা গৌরব পুরস্কার পেলেন। ব্যঙ্গমার সম্পাদক অরুণোদয় ভট্টাচার্য। তাঁর হাতে স্মারক ও মানপত্র তুলে দিলেন সভানেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা সেন। দুই অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলেছিল সাহিত্যপাঠ।

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, রণধীর কুমার দে, শেফালী সরকার ও তারাশঙ্কর দত্ত শোনান মজার ছড়া। অসিত চট্টোপাদ্যায়, মণিপর্ণা সেনগুপ্ত মজুমদার ও দীপ মুখোপাধ্যায় রম্য রচনা পড়ে শোনালেন। হাসির গল্প পাঠ করেন সুকুমার মণ্ডল ও শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী অমলেন্দু ভট্টাচার্য ও তাঁর কন্যা সুদর্শনা ভট্টাচার্য আবৃত্তি ও রাবীন্দ্রিক রসরচনা পাঠ করেন। সঙ্গীতে ছিলেন তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দনা দত্ত, রীতা বোস, সুজাতা দে ও স্বপ্না দাস। অরুণোদয় ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছু কথা শোনালেন কৃষ্ণা সেন, দীপ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক–কিঞ্জল), অমিত গঙ্গোপাধ্যায় ও দীনেন্দ্র কুমার চন্দ্র। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সৌমেন মিত্রের চুটকির ফোয়ারা সকলের মুখে হাসির তুফান তুলেছিল।

যুক্তি মননে ধর্ম

তাপস রায়, বেহালা : সমাজের এক অস্থির সময়ে যখন বিজ্ঞান ও ধর্মকে ভিন্ন মোড়কে পরিবেশন করে একে অপরের বিরুদ্ধে চিরাচরিত ছকে যুদ্ধে নামানো হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে এই নিয়ে ভ্রান্তি দমনের উদ্দেশ্যে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হল 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট' কলকাতার এম.সি.এইচ.ভি ভবনে। অধ্যাপক অম্বুজ মহান্তি, সৌগত রায়,

সুবীর চৌধুরী, এস.এস. মিশ্র, নীলম ঝা, শ্যামলেন্দু দাস–সহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আধিকারিকদের উদ্যোগে শঙ্করাচার্য, স্বামী নিশ্চলানন্দ, সরস্বতীজি মহারাজে'র বক্তব্য। 'আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান' বিষয়ক এই ধর্মসভায় মহারাজ ব্যাখ্যা করেন কীভাবে জ্ঞানই জ্ঞানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

রিষড়া দূরায়ন পরিবেশিত নাটক 'হুল ও রাষ্ট্রযন্ত্র'

সব্যসাচী সান্যাল : বাংলা মেগাসিরিয়ালের দীর্ঘদিন ধরে চলা একঘেঁয়েমি সংলাপ, স্থুল চিন্তা আর সময় অপচয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে মানুষ ভাল চিন্তাশীল নাটক দেখার অভিপ্রায়ে এবার হলমুখী হচ্ছে। আগামীদিনে কলকাতার মধুসদূন মঞ্চে নাট্যপ্রেমীদের ভাললাগার বেশ কিছু নাটক প্রর্দশিত হবে। মফস্বল শহরগুলি যেমন চাকদহ, কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, শ্যামনগর, রিষড়া, গোবরডাঙার নাট্যদলগুলি প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশের পরিবেশ নিয়ে সামাজিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নাট্যদলগুলির মহতী উদ্যোগকে সেভাবে আর্থিক সাহায্য করতে দেখা যাচ্ছে না। অথচ ঢাকঢোল পিটিয়ে উন্নতির ফিরিস্তি দেখিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জলের মতো সরকারি অর্থের অপচয় করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। রাজ্যে সংস্কৃতি সম্পন্ন নাট্যকর্মীরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারের কাছে এটুকু আর্থিক সহায়তা কি আশা করতে পারেনা?

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবংনাটক নিয়েগভীর ভাবে চিন্তাভাবনায় যুক্ত প্রতিভাবান নাট্যশিল্পীদের নিয়ে গড়া রিষড়া দূরায়ন নাট্য দল

নাট্য অ্যাকাডেমি) পরিবেশন করে। নাটকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারতের কাল থেকে এই সময়কাল পর্যন্ত নারীরা আজও এই সমাজে ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিবেচিত। বিনোদ ঘোষালের কাল্পনিক চরিত্রের গল্প হুলো জন্মের পর মায়ের ফেলে রাখা এক সন্তান, যে প্ল্যাটফর্মে হকারদের অনুগ্রহে জীবনধারণ করা এবং কল্পনার মধ্যে দিয়ে নানা ঘটনা এবং তার বহিপ্রর্কাশ নিয়ে এই নাটক। হুলো কেতার ছেলেবেলা থেকে খিদের জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। হুলো তার পরিচয় জানে না, হিন্দু না মুসলিম তাও বোঝে না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি দুর্বোধ্য শব্দের মানে সে বোঝে না। সে শুধু খেতে চায়। হুলোর প্রিয় খাবার গরম ভাত। নাটকের মধ্যে দিয়ে বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্মম ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটিতে কল্পনার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে হুলোর শরীরের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একদিন হঠাৎ তার মুত্র থেকে আগুন বেরোতে দেখা যায়। প্রস্রাব করে নানা জায়গায় হুলো জ্বালিয়েছে আগুন। এই সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা আরো অর্থ উপার্জননের তাগিদে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে আসেএবং হুলোকে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে হুলোর মুত্র থেকে সস্তায় উচ্চমানের জ্বালানী তৈরি সম্ভব। এরপর হুলো রাষ্টের সম্পত্তি হয়ে গেল। হুলোকে তাদের অধিকার নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে তরজা শুরু হয়ে যায়। যা আমাদের বাস্তব জীবনে রাজনৈতিক চর্চারমধ্যে দিয়ে দেখা যায়।হুলোর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতার জন্য খাতির যত্ন শুরু হয়ে গেল এবংহু লো পেল এক বিলাসবহুল জীবন। সমাজজীবনে এই বিলাসিতা হয়তো সুবিধাবাদীকে স্বার্থপর করে তোলে, না পাওয়ার রাগ ক্ষোভের আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

হুলোর–ওটাই হোল। কোনও রাগ নেই, ক্ষোভ নেই। তাই রক্তে আর আগুনও নেই। একটা সময় হুলোর মুত্র সাধারণ মুত্রে পরিণত হয়। আর তখন স্বার্থান্বেষীদের কাছে তার প্রয়োজন ফুরোয়। আবার হুলোকে ফিরে আসতে হয় সেই আলো আঁধারিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকা নোংরা ভিখারিদের সাথে প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা জীবনে। প্রতিবাদ যদি উচ্চ স্বরেআসে তা হলে সমাজব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটতে পারে তা এই নাটকের মধ্যে দিয়ে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। নাটকের পরিচালক দীপ চক্রবর্ত্তী নানা রকম হৈ চৈ, নৃত্য বিচিত্র সব সংলাপ যুক্ত করে নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের বিনোদনের সাথে সমাজ ব্যবস্থার গভীরে যাওয়ার চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। হুলো চরিত্রে অসম্ভব সুন্দর অভিনয় করেছে শুভদীপ ব্যানার্জী।

দুই সূত্রধার ছিলেন অনির্বান চ্যাটার্জী এবং নাটকের পরিচালক দীপ চক্রবর্তী।নাটকের দুই নারী চরিত্রে স্বাগতা পন্ডিতএবং রঞ্জিতা রায় অসাধারণ অভিনয় করে উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছে সুমন পাল; বিশ্বজিৎ ব্যাপারী; সূর্যদ্যুতি দাস; অর্পণ চ্যাটার্জী; জয়দীপ চক্রবর্ত্তী; নীলাঞ্জনা রায়; রোহিতরতন বোস ;অরিজিৎ পাইন।নাটকেরআবহ শুভঙ্কর সরকার। আর আলোর দায়িত্বে রাজেশ দেবনাথ। তাদের যথাযথ প্রয়োগে নাটকটি দৃষ্টিনন্দন হতে সাহায্য করেছে।ছবি সৌজন্যে অনুভব দাঁ এবং রাজ দত্ত।প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণে জিৎ পালএবং সিনচল দাশগুপ্ত। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কর্মশালার মধ্য দিয়ে এই নাটকটি তৈরি হয়েছে।

রবীন্দ্র–নজরুল জন্মজয়ন্তী

মলয় সুর, হুগলি : রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতি (ভদ্রেশ্বর ইউনিট) ব্যবস্থাপনায় ৩ জুন ভদ্রেশ্বর গভঃ কলোনির শিশু শিক্ষা সদনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করা হল। এমনই এক মনোজ্ঞ সন্ধ্যায় সঙ্গে ছিল নাচ, গান, আবৃত্তি, তবলা–লহরা উপহার দিল। অনুষ্ঠানে সোহিনী ব্যানার্জির আবৃত্তি পাঠ অনুষ্ঠানে এক অন্য স্বাদ আনে। তিনি বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ ছাত্রী। শ্রোতাদের ভালো লাগে। এরপর গান করেন মৌমিতা তালুকদার ও সীমা কপাট। শুনতে মন্দ লাগে না।

নাচে রচনা ঘোষ। বেহালা বাজিয়ে মাতিয়ে দেন কৌস্তভ সরকার। এবছর সে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। শেষ নিবেদনে তবলা–লহরায় দেবনা মান্নার হাতের জাদুতে মাতোয়ারা হলেন শ্রোতারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এদিন ভেটারেন্স অ্যাথলিট নির্মল সরকার বাংলাদেশ থেকে দৌড়ে স্বর্ণপদক আনার দরুণ তাঁকে এই মঞ্চে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান দেবগোপাল চক্রবর্তী, মহকুমা সম্পাদক তপন আমিন, সংগঠনের কনভেনার বিমান দাশগুপ্ত, সম্পাদক অসীম কারক, সভাপতি গোষ্ঠবিহারী মান্না, বাদল চন্দ্র দত্ত। এমন সুন্দর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহারের জন্য পেনশনার্স সমিতিকে ধন্যবাদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন গোষ্ঠবিহারী মান্না।

গোবরডাঙায় 'এসো হাত ধরি' অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম দিন উপলক্ষে গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস সমিতি 'রবীন্দ্র–নজরুল জন্মজয়ন্তী পালনের মধ্য দিয়ে 'এসো হাত ধরি' অনুষ্ঠানে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেল। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত, 'যমুনামতী' পত্রিকার সম্পাদক সরোজকান্তি চক্রবর্তী, গবেষক ও পরিবেশবিদ দীপককুমার দাঁ, সাহিত্যিক রাসমোহন দত্ত, সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার, সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, উৎপলকান্তি দত্ত, আশিস লাহিড়ী, অর্পিতা দাস, সমীরণ নট্ট, অমিতকুমার দে, শিক্ষক কমলকৃষ্ণ পাইক, গৌতম গাঙ্গুলি, সমীর দাস, শ্যামল ব্যানার্জি, (এজিএম ইউবিআই), পিনাকী বিশ্বাস, গোবিন্দচন্দ্র পাঠক, পতিতপাবন ঘোষ, অলোক দাস প্রমুখ।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অন্ধ প্রতিবন্ধী শিল্পী প্রভাত দেবনাথ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন সরোজ বাবু, বাসুদেববাবু, রামমোহন দত্ত প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে গোবিন্দবাবু বলেন যে মানবিক চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে আমরা ২৪২ জন নিঃসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে নিয়মিত খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র, ওষুধ ও চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছি। ৫ জন প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার, খাদ্য বস্ত্র ওষুধ। ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের সাংস্কৃতিক বিভাগ যথা– আঁকা, আবৃত্তি, নাচগান ইত্যাদি অনুশীলনে অর্থ ও সামগ্রী সহায়তা, উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩০ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে (মেধাবী) মাসক আর্থিক অনুদান ইত্যাদি পরিষেবা দিতে পেরেছি। 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পে এই মানবিক কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। পুরপ্রধান সুভাষবাবু বলেন, আগে N.G.Oদের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য নাগরিকদের পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু অনেক N.G.O রা কাজ করে না। সেই তুলনায় গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস ভাল কাজ করছে। নাবার্ড ও ইউবিআই–ও তাদের সাহায্য করছে। অনুষ্ঠানে জনৈক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার এবং অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধার হাতে পরিষেবা সামগ্রী তুলে দেন সুভাষবাবু। এছাড়া অন্যান্যদের হাতে পরিষেবা ও অনুদান তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রিয়াংকা গোমস্তা, পৌলমী মজুমদার ও প্রমুখ।

শৈলজানন্দকে নিয়ে দূরদর্শনের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : বাংলা কথাসাহিত্যের দিকপাল কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি চল্লিশের দশকের জনপ্রিয় পরিচালকও বটে। তাঁর এই সাহিত্য জীবন এবং চলচ্চিত্র জীবন নিয়ে এক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হল ৩রা জুন রবিবার দুপুর ২–৩০ মিনিটে কলকাতা দূরদর্শনের 'সাহিত্য সংস্কৃতি' প্রোগ্রামে। বক্তব্য রাখতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বাগ্মী ড. কানন বিহারী গোস্বামী এবং প্রখ্যাত অধ্যাপিকা ড. স্বস্তি মণ্ডল।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ও অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। আলোচনায় একে একে উঠে এলো লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, উপন্যাসে ও ছোটগল্পে তাঁর অবদান, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনায় তাঁর কৃতিত্ব, নজরুলের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা প্রভৃতি বিষয়। অতঃপর এলো পরিচালক হিসাবে শৈলজানন্দের কৃতিত্বের কথা। 'নন্দিনী' দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু, তারপর একে একে 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা', 'অভিনয় নয়', 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম', 'কথা কও' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি ছবির পরিচালক হিসাবে তাঁর অবদানের কথা বিস্তারিত ভাবে জানানো হল। ড. শঙ্কর ঘোষ 'শহর থেকে দূরে' ছবিতে ব্যবহৃত 'ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমিক শ্যামরায়' গানটির কয়েকটি কলি গেয়ে শোনালেন। লেখকের ঠাঁই নাড়া প্রসঙ্গটিও এলো অবধারিত ভাবে। পর্দার বুকে লেখকের সুন্দর হাতের লেখার ছবিটিও ফুটে উঠলো। অনেক অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল অনুষ্ঠানটি তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

দিগন্ত বলয়

(সম্পাদক–বরুণ দাস/ জানু–জুন যুগ্ম সংখ্যা ২০১৮) ৪৬ বর্ষ চলছে এই পত্রিকার, বলাবাহুল্য এই তথ্যই সম্ভ্রম আদায় করার পক্ষে যথেষ্ট। পত্রিকার এবারের বিষয় রাশিয়ার বিপ্লবের শতবর্ষ ও নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য বা অসাফল্যের খতিয়ান দেখার প্রয়াস। বরুণ দাশগুপ্ত, শঙ্কর রায়, নিত্যানন্দ ঘোষ, শান্তনু রায়, অনুপম কাঞ্জিলাল ও স্বয়ং সম্পাদক নিবন্ধ লিখেছেন, নিরাবেগভাবে কাটাছেঁড়া করেছেন রাশিয়ার বিপ্লব ও পরবর্তী শতকের কথা। অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপনে কেউই দ্বিধা করেননি। মঞ্জুভাষ মিত্র, শ্যামল কুমার বিশ্বাস, অমলেন্দু বিশ্বাস, অরূপ চন্দ্র, স্বপন দত্ত, বেরা সরকার, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, জয়িতা চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু প্রমুখেরা উজ্জ্বল কবিতা পাঠকদের সামনে মেলে ধরেছেন। অনুবাদ কবিতার জন্য বিশেষ সাধুবাদ প্রাপ্য নিভা দে–র। সংস্কৃতি সংবাদ ও পুস্তক পর্যালোচনা বিভাগটিও বেশ মজবুত। পত্রিকাটি লিটল ম্যাগাজিন জগতে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা যথাযথ ভাবেই পালন করে চলেছে। পত্রিকার ঠিকানা ৫৪, শরৎ বসু রোড, ডাক–রাজবাড়ি, কলকাতা–৭০০ ০৮১/ 94338 08982 / e_mail : digantabalay73@gmail.com.

স্বপন তরী

(সম্পাদক–স্বপন কুমার ঘোষ, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪২৫) প্রায় ৪০ বছর আগে শিশু–কিশোর পাঠকদের জন্য এই মাসিক পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করেছিল বারাণসী শহরে। মাত্র দেড় বছর চলার পরে প্রকাশনা স্তব্ধ হয়েছিল। বর্তমান সম্পাদক সেই পত্রিকাটিতে নবজীবন দান করলেন। মানতেই হবে, এই পত্রিকার উদ্যোক্তারা অসাধ্য সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। সেই সূত্রে পূর্বে প্রকাশিত কিছু লেখার পুনর্মুদ্রণ পাওয়া গেল। সুখেন্দু ভট্টাচার্য, মিতা গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প দুটি কচি মনকে বিকশিত করবে। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের লেখায় বিখ্যাত সাহিত্য–ব্যক্তিত্বদের অজানা কথা জানা গেল। কেবল ছোটরা নয়, বড়রাও সমৃদ্ধ হবে। ডিমাই সাইজের একফর্মার পত্রিকায় (১৬ পাতা) সম্পাদক খোদ পাঁচটি পাতা ভরিয়ে দিয়েছেন পুরানো সেই দিনের কথা ছড়া দিয়ে। একটু পরিকল্পিতভাবে ছাপার বিন্যাস ঘটিয়ে এক ফর্মায় আরও বেশি পরিমাণ লেখার সন্নিবেশ করতে পারলে খুঁদে পাঠকদের লাভই হবে। পত্রিকার ঠিকানা –৫৩, শ্রীবর্দ্ধন পল্লী, জোকা (বাখরাহাট রোড), কলকাতা–৭০০১০৪ / 9432177379

ব্যঙ্গমা

(সম্পাদক–অরুণোদয় ভট্টাচার্য / মে ২০১৮ সংখ্যা)–নবপর্যায়ের ব্যঙ্গমার এটি সপ্তম প্রকাশনা। প্রসঙ্গত ব্যঙ্গমা সাহিত্য গোষ্ঠী ৩৮ বছর পার করল এই মে মাসে। আদ্যন্ত রঙ্গব্যঙ্গ রসিকতা নিয়ে গড়া পত্রিকা আজকাল আর দুটি চোখে পড়ে কি! ছড়া অংশে দীপ মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্র কুমার চন্দ্র, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, রণদীর কুমার দে জমিয়ে দিয়েছেন। বৈঠকী আড্ডার ঢং–এ লেখা মোহিত গুপ্তের লেখাটি আমাদের কৌতূহল বাড়িয়ে দিল। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ গুহের রসালো নিবন্ধ দুটিও অসাধারণ। হাসির গল্পের মধ্যে তারাশংকর দত্তের গল্পটির মজা খোলতাই হয়েছে শেষ পর্বে। গৌতম রঞ্জন বসুর লেখাটির (ধনাঢ্য অধিবেশন) দৈর্ঘ কিছুটা কমলে রসগ্রহণে পাঠকদের সুবিধাই হত। শেফালী সরকারের গল্পটিও আদ্যন্ত উপভোগ্য এবং সেইসঙ্গে অত্যন্ত পরিমিতির সঙ্গে লেখা। সৌমেন মিত্রের কৌতুকী গুলি হাসির তুফান তুলবে। আগাগোড়া বইটি এই সময়ের রস–সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পত্রিকার ঠিকানা–৭১/৩সি, পূর্ণদাস রোড, কলকাতা–৭০০০২৯।

কৃশানু

(সম্পাদক–মনন দাস/৫১ বর্ষ–১ম সংখ্যা ১৪২৫)–পত্রিকাটি ৫১ বছর ধরে চলছে, অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য। গল্প কবিতা ছোট নিবন্ধ সবই ঠাঁই করে নিয়েছে ৩২ পাতার মধ্যে, এটাও কম কৃতিত্বের নয়। কবিতাগুলি সুনির্বাচিত–রথীন কর, মনন দাস, অদিতি ব্যানার্জী, অমর কুমার দাস, পল্লব দাস, দিব্যায়ন সরকার, স্মৃতিমাধুরী দাস, প্রণব চক্রবর্তী, ঝুনু ভৌমিক, ভীম ঘোষ প্রমুখেরা বলিষ্ঠ কবিতা উপস্থাপন করেছেন। অণু গল্পের দিকটিও বেশ মজবুত।সোমনাথ বেনিয়া,দীপক আঢ্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত ভৌমিক প্রমুখের নাম উল্লেখের দাবি রাখে।মানিকচন্দ্র কর্মকারের নিবন্ধটিও (...সর্প সাধনা) পাঠকদের আগ্রহী করে। পত্রিকাটির ছাপা ও বিন্যাস ঝকঝকে। পত্রিকার ঠিকানা–৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা–৭০০০০৯/krishanupatrika@gmail.com.

অবগাহন

(শিবশঙ্কর বক্সীর কাব্যগ্রন্থ / দিশারী প্রকাশনী, কলকাতা –৯০/মূল্য ৭০ টাকা) ভ্রমণ লেখক কবিতার জগতেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন, তাঁর প্রমাণ এই কবিতার বই।কবির লেখা অনেক রসের কবিতা ঠাঁই পেয়েছে এই বইয়ে–বেশ কয়েকটি লেখা ভ্রমণ–ভিত্তিক। যদিচ এ ধরনের কবিতা(?)–য় কাব্যগুণ কতটা বজায় রাখা সম্ভব সে প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন চলো যাই কবিতাটি লেখকের ভ্রমণের নেশার জন্য প্রচারপত্রের অবয়ব নিয়েছে। পথের দিশারী কবিতাও প্রশক্তি–ভরা।

বরং যেখানে তিনি জীবনের কথা বলেন (নদী), অতীতের আয়নায় নজর ফেলেন (ছোট্টবেলা)। বিবেক বিবেচনার কথা বলেন (সত্য অসত্য, সম্ভাবনা ইত্যাদি) কবিতারা অনেক বেশি দানা বেঁধেছে। এছাড়াও কেউ, মানসিক, ভালোবাসার মতো কিছু উজ্জ্বল কবিতা রয়েছে। বানান বিভ্রাট রয়ে গেছে ইতি উতি। বিপদতারিনী হয়েছেন বিপদতাড়িনী, ঝরবে হয়েছে ঝড়বে (পথের দিশারী। ছাপা ও বাঁধাই উজ্জ্বল। প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কি মুদ্রণ–বিভ্রাটের শিকারে অমন লম্বাটে আকার ধারণ করেছে!

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ক্যারাটেতে সম্ভাবনাময় তরুণ অয়ন

মলয় সুর : ছেলেবেলা থেকেই মাঠের প্রতি অদ্ভুত টান ছিল ছেলেটির। এমনিতে শান্ত স্বভাবের। কিন্তু মাঠে নামলেই সেই ছোট্ট ছেলেটি যেন হয়ে উঠত অশান্ত। খেলার প্রতি প্রবল ঝোঁক দেখে তাঁর বাবা তাকে ভর্তি করিয়ে দেন বালি দেশবন্ধু ক্লাবে। সেই ক্যারাটের প্রথম পাঠ শেখা ছেলেটির কোচ ছিলেন শংকর ব্যানার্জি (৫ বার ব্ল্যাক বেল্ট ধারী), রাজেশ মণ্ডল ও পার্থ ব্যানার্জি।

সম্প্রতি রাজ্যস্তরে সাড়া জাগানো ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন অয়ন কুণ্ডু। এখন সে শুধু ক্যারাটেতে নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করছে না, নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। রাজ্য স্তরে এখন প্রথম শ্রেণির কয়েকজন ক্যারাটের মধ্যে নিজের আসন পাকা করে নিয়েছে। রাজ্য স্তরে সফল হওয়া অয়ন এখন চায় জাতীয় স্তরে নিজের আধিপত্য কায়েম করতে। সেই লক্ষ্যে এগোতে দীঘা সি-বিচে সামার কোচিং ক্যাম্পে ট্রেনিং নেয়।

সেখানে দেশের অন্যতম সেরা কোচ ছিলেন কান্ত বুধ নারায়ণ যাদব। ক্রমশ সেরা ক্যারাটেবিদদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করার ফলে অয়নের খুব দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। সেই উন্নতির ধারা এখনও বজায় রেখে চলেছে। সে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সায়েন্স নিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে। এরপর ২০১৪তে ব্যান্ডেল রাজ হাটে মর্ডান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে তাঁর বয়স ২৫।

ক্যারাটের ক্ষেত্রে অয়নের পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে নজরকাড়া। ২০১৭ সালে ডিসেম্বরে আসানসোলে রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে সিনিয়র বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে রূপা পায়। ওই বছর শিলিগুড়িতে মার্চ মাসে দিল্লি পাবলিক স্কুলে নর্থ বেঙ্গল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

এছাড়া সদ্য শেষ হওয়া ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে জম্মু কাশ্মীরের প্রতিপক্ষকে কাতা ও কুমিতে ধরাশায়ী করে অয়ন স্বর্ণপদক ও সিলভার পদক পায়। বাংলার সম্ভাবনাময় লড়াকু ক্যারাটে অয়ন কুণ্ডুর বাড়ি হাওড়ার বালি তর্ক সিদ্ধান্ত লেনে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতা সম্পন্ন অয়ন। বাবা নারায়ণ কুণ্ডু অবসর প্রাপ্ত তাঁকে সব সময়ই উৎসাহ দেন। মা ঝর্ণা কুণ্ডু অয়নের প্রেরণা। দাদা অর্পণকে সে অনুসরণ করছে। ছোটবেলায় সিএবিতে ক্রিকেট খেলত। মধ্যবিত্ত পরিবারের লাজুক অয়ন কৃতজ্ঞ স্যার কান্ত বুধ নারায়ণ যাদব ও জাপানের সিহান টাডাসি ইসিকায়ার কাছে। তাঁদের কাছে অনুপ্রাণিত হয়েছে সে। গাঁটাগোট্টা চেহারার অধিকারী অয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনির ফ্যান। আর সনি নর্ডির ভক্ত। তাঁর চোখে সনির চোখ জুড়ানো আন্তর্জাতিক মানের ফ্রি-কিক যার তুলনা নেই। মোহনবাগানের অন্ধ সমর্থক। অয়ন অবসর কাটায় শার্লক হোমস ও সত্যজিৎ রায়ের ডিটেকটিভ বই পড়ে। প্রসঙ্গত, অয়নের খুব ইচ্ছা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এখন অয়নের লক্ষ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ক্যারাটে।

আগামী ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কাপ গেমসে ভাল ফল করার জন্য মুখিয়ে আছেন তিনি। এর জন্য বেশ কয়েক জায়গায় বেস ক্যাম্পে যোগ দিচ্ছেন তিনি। তাই একরাশ আশা নিয়ে আপাতত মগ্ন অয়ন।

ভারতীয় ফুটবলে ভরপুর সুনীল জমানা

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ফুটবলের গ্রাফ যে ক্রমশ উর্দ্ধগামী হচ্ছে সেকথা এর আগে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এই নিয়ে অনেক চর্চাও হয়েছে। আইএসএল যে ভারতীয় ফুটবলের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে তার জানানও মিলতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই দেশের জার্সি গায়ে একশোটি ম্যাচ খেলা সুনীল ছেত্রীর ভারত ফের অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ঘরের মাঠের চতুর্দেশীয় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে। চিনা তাইপে ও নিউজিল্যান্ডকে যেভাবে হারিয়ে দিয়েছে নীল জার্সির ভারতীয় দল তাকে কুর্নিশ করতেই হচ্ছে। সবথেকে বড় কথা এই দুটি ম্যাচ মিলিয়ে ৫ টি গোল একাই করেছেন সুনীল। তার মধ্যে কেনিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর দুরন্ত হ্যাটট্রিকের কথা সবার আগে বলতে হয়। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচের আগেই টিম ইন্ডিয়ার এই অশ্বমেধের ঘোড়া রীতিমতো টগবগ করে দৌড়াতে শুরু করেছে। ভারতীয় ফুটবল যে এতটাই আন্তর্জাতিক তা এই সুনীল জমানাতেই বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছে। এটা ঠিক সুনীলের ঠিক আগে বাইচুং ভুটিয়া, আই এম বিজয়ন বা জো পল আনচেরিরাও কোনও অংশে কম যান নি। তারও আগে নেহরু কাপ ও মিলোভানের স্বর্ণ যুগ তো আছেই। কিন্তু রাশিয়া বিশ্বকাপের ঠিক আগে সারা দুনিয়ার কাছে দেশের ঢাক এভাবে পেটাতে কাউকেই দেখা যায় নি সেভাবে।

ভারতীয় ফুটবল যে র‍্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে তা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে আসছে। এতটা ধাপ এগনো যে শুধুমাত্র সাধারণ উদ্যোগে যে সম্ভব নয় তাও মোটের ওপর পরিস্কার। আসলে অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল এখন একটু একটু করে তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবল। আর এর অন্যতম বড় অনুঘটকের নাম নিঃসন্দেহে আইএসএল। বিদেশি প্লেয়ারদের ও বিশ্বকাপারদের (হোক না সোনালী ফর্ম খানিকটা পিছনে ফেলে আসা) সঙ্গে খেলার সুযোগ অভাবনীয়ভাবে পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। এর সঙ্গে আইলিগে বিদেশি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিশ্চিতভাবে পক্ষে গিয়েছে। মোদ্দা কথা বিদেশিদের সঙ্গে এক টিমে বা বিপক্ষে খেলতে খেলতে এক অন্য ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যা রাফ অ্যান্ড টাফ করে তুলেছে ভারতীয় নতুন প্রজন্মকে। এভাবেই ক্রমোন্নতির দিকে আগুয়ান হয়েছে ভারতীয় ফুটবল।

দেশের ফুটবল যে এভাবে এগোচ্ছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব স্থানীয় ভিত্তিতে ফুটবলের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। যা এদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বস্তুত, এখন ভারতীয় ফুটবল সারা দুনিয়ার লাইমলাইটে চলে এসেছে। আই লিগের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে গত কয়েকবছর ধরে এক নতুন ধরনের ট্রেন্ড গড়ে উঠেছে। সেটা হল গুটি কয়েক ক্লাবের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটছে। সেজন্যই ৪-৫ বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি (এবার অবশ্য আইলিগের পাঠ চুকিয়ে তারা আইএসএল অভিযান চালাচ্ছে), আইজল, লাজং এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দলগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা এই মুহূর্তের সেরা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের থেকে কোনও অংশে কম নয়। আর এটাই পার্থক্য গড়ে দিতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে ভারত অধিনায়ক সুনীল তাঁর ক্লাব দল বেঙ্গালুরুকে পর্যন্ত ভারত সেরা করার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন্স করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই এদেশে ফুটবল দুয়োরানীর মতো এক কোনে পড়ে থাকত। ক্রিকেটের একজন ছোটখাটো তারকা যে সম্মান পান তার ছিটেফোঁটা পেতে দেখা যেত না ফুটবল তারকাদের। জাতীয় দলের প্লেয়ারদের ঘিরেও সেই উন্মাদনা কোনওদিন তৈরি হয়নি। অথচ রাশিয়া বিশ্বকাপের সময় দেখা যাবে বিভিন্ন দেশের সমর্থনে বিভক্ত হয়ে আম ভারতীয় সমর্থকরা কেমন ফুটবল-উন্মাদ হয়ে উঠবেন। তাঁরা কি চান না তাঁদের দেশ একবার বিশ্বকাপে খেলুক। কোরিয়া, চিন, জাপান বা ইরান-ইরাক, সৌদির মতো ভারতীয় তিরঙ্গাও বিশ্ব ফুটবলে নাড়া দিক। সেজন্যই দরকার মনোভাব পালটানোর। আগের ভুল শুধরে এখন থেকেই সুনীল ছেত্রীদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। এটা ঠিক একদিনেই হয়তো সব পালটে যাবে না। তাও এখন থেকেই মূল্যায়ন না করলে সঠিক সময় সঠিক জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। প্ল্যানিংটাও হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। কোনও আবেগের তাড়নায় ভেসে গেলে চলবে না। বালাবাহুল্য, প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে এ, বি, সি সহ বেশ কিছু জায়গা খোলা রাখতে হবে। যার ফলে কোনও প্রতিকূলতার সামনে ভারতীয় ফুটবল বেসামাল না হয়ে পড়ে। এমনিতে দেশের ফুটবল যে খাতে এগোচ্ছে তা একদম ঠিকঠাক বলেই মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে সময়মতো কিছু পরিমার্জন আরও ক্ষুরধার করে তুলতে পারে পুরো পরিকল্পনাটিকে।

ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে নিউ দীঘাতে

অনুষ্ঠিত হল ন্যাশানাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। দীঘাতে ২৫-২৮ মে এই প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ ৩ বছরের প্রতিযোগী ক্রিস যাদব সবাইকে তাক লাগিয়ে নজর কাড়ে। ক্রিস যাদব স্বর্ণপদক পায়। এরই পাশাপাশি আন্ত রবিদাস দ্বিতীয় স্থান হয়ে রুপোর পদক অর্জন করে। এতে ১৩টি জেলার প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এখানে বয়স ভিত্তিক গ্রুপ অনুযায়ী ক্যারাটেতে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। এই ন্যাশনাল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় খেতাব জয় করলেন যাঁরা জ্ঞানদীপ শইকীয়া, সবুজ পান্ডে, দেবরাজ দাস, কৃষ্ণমণি কলিতা, রূপজ্যোতি শইকীয়া, অয়ন কুণ্ডু, ভেটারেন্স প্রতিনিধি দেবব্রত দাস প্রমুখরা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সংগঠন কমিটির সম্পাদক কান্ত বুধ নারায়ণ যাদব বলেন, যে সকল প্রতিযোগী এই ন্যাশানাল ক্যারাটেতে বিজয়ী হন তাঁদের আগামী ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় খেলার সুবিধা লাভ করবে।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : -দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার বড়িয়াতে অনুষ্ঠিত হল একদিনের ।বৃহস্পতিবার বড়িয়া মহাপ্রভু আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত ৮ দলের ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন চুনাখালি গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান দিপালী বৈরাগী। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চুনাখালি গ্রামপঞ্চায়েত উপপ্রধান নরেন নস্কর, প্রাক্তন ফুটবলার অমৃত সরকার, সেলিম মোল্লা, প্রহ্লাদ সিং, নিমাই মালি, দুলাল মাহাতো, বাসন্তী থানার এস আই সোমনাথ দাস, সমরে ঘোষ, ফুটবল কোচ অসীম কয়াল, কালীপদ সরদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবশিস বৈরাগী সহ অন্যান্যরা। এদিন নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি না হওয়ায় টাইব্রেকারে চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমি ৫-৪ গোলে সুখদোয়ানী আদিবাসী রামকৃষ্ণ সেবাসমিতিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়।

ক্যারাটেতে রূপো

রিম্পি ঘোষ: হিন্দমোটরের উদয়নপল্লীর বাসিন্দা সৃঞ্জন দাস। টালির চাল দেওয়া ঘরে মা, বাবা, জেঠু, জেঠী, জেঠতুতো ভাই, বোন, দাদু ও ঠাকুমাকে নিয়ে অভাব - অনটনের সংসার সৃঞ্জনের। মা শ্যামলী দাস গৃহবধূ,। বাবা জয়দেব দাস ডাব বিক্রি করে কোনরকমে সংসার চালান। বছর নয়ের সৃঞ্জন হিন্দমোটর বিদ্যামন্দিরে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। এই নয় বছর বয়সেই সে জীবনে অনেক ওঠাপড়া দেখেছে। হিন্দমোটরের উদয়নপল্লীর ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক সিহান তারকণাথ সর্দার তত্বাবধানে ও সেনসি নন্দন গুছাইতের প্রশিক্ষণে সৃঞ্জনের ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২০১৭ সালে রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে রূপো জিতে সাড়া ফেলে দেয় সৃঞ্জন। মাত্র প্রায় বছর দেড়েকের প্রশিক্ষণেই ২০১৭ সালে ক্যারাটে ডো ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে রূপো, অন্ধ্রপ্রদেশে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা (২০১৭ সাল), বীরভূমে আয়োজিত 'রাঙামাটি কাপ' ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় সোনা (২০১৮ সাল), রিষড়া গসপেল হোম স্কুলে আয়োজিত হুগলী জেলা কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশীপে কাতায় সোনা ও কুমিতেতে সোনা (২০১৮ সাল) ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে সৃঞ্জনের ঝুলিতে। ক্যারাটে ছাড়াও স্কাউটের প্রশিক্ষণও নেয় সে। পড়াশোনার মধ্যে সৃঞ্জনের প্রিয় বিষয় অংক ও বাংলা। বাংলা সিনেমায় সৃঞ্জনের প্রিয় নায়ক দেব ও প্রিয় নায়িকা কোয়েল। ভবিষ্যতে এই ক্যারাটে শিখে পুলিশে আসতে চায় বলে সৃঞ্জন জানায়।

দুর্গমের টানে আমতলার অন্বেষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ মে ২০১৮ বিকাল ৩ টেয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগারের (বিদ্যানগর) সভাগৃহে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমতলা অন্বেষণ। আমতলা অন্বেষণ মূলত পর্বতারোহন প্রেমীদের একটি সংস্থা। প্রতিবছর নবীন যুবক যুবতীদের পর্বতারোহনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকে।

এবছর পুরুলিয়ার বেরো পাহাড়ে প্রশিক্ষণ শিবির হয়। উক্ত শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান ছিল অনুষ্ঠানের মূল বিষয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন এভারেস্ট বিজয়ী দেবরাজ দত্ত মহাশয়, সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিজয়কৃষ্ণ দাস। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থগারিক মধুসূদন চৌধুরী এবং এতদ অঞ্চলের বিশিষ্ট মহিলা পর্বতরোহী ঊষা পন্ডিত। ইনি ভারত খ্যাত পানপাতিয়া গ্লেসিয়ারের আবিষ্কারক তপন পন্ডিতের সহধর্মিনী।

তপন পন্ডিত আমতলা অন্বেষণের একজন অন্যতম স্থপিত ও যুবক যুবতীদের মধ্যে পাহাড়ে চড়ার আগ্রহ বৃদ্ধিতে উক্ত সংস্থার অবদানের কথা সকলেই স্মরণ করেন। এবং আগামী প্রজন্মকে পাহাড়ে চড়ার এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টায় সকলেই সর্বতোভাবে সাহায্য করার কথা বলেন। তপন পন্ডিত সহ বিভিন্ন সদস্যদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে হালীপাস, রূপকুন্ডু, রন্টি স্যাডেন, নন্দনবন ও হেমকুন্ডু অভিযান সফল ভাবে শেষ করেছে। বাইরের মাঠে পাহাড়ের চড়ার রোপসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ও তাঁবুর একটি প্রদর্শনী সাধারণ দর্শকের মন কেড়ে নেয়। সংস্থার বর্তমান সম্পাদক সমর জানা বলেন যে, আমাদের পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালে। গত বছর রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান করেছি। আরও পথ চলার প্রেরণা পাবার জন্যই প্রতি বছর এই ক্ষুদ্র আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শৃঙ্গ জয়ের স্লাইড শো দর্শকদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। শিক্ষার্থীদের হাতে অতিথিরা শংসাপত্র তুলে দেন।

মনের খেয়াল

নেপথ্য সংবাদ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

সর্বত্র সর্বদা' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক সেদিন সুযোগ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারিকে প্রশ্নটা করেই ফেলল। বহুদিন আগেই প্রশ্নটা অনুপকুমারের মনে এসেছে, কিন্তু উত্তরটা পায় নি। বর্তমান চিফ সেক্রেটারি সুজয় সমাদ্দার ওর বন্ধু হলেও তাকে জিজ্ঞাসা করাটা সমীচীন হবে কিনা ভাবতে ভাবতে কয়েক মাস কেটে গেছে।

বীরভূমের প্রতীচী-কন্যায় আয়োজিত এক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সমাদ্দার সাহেবের দেখা পেয়ে মনস্থির করল, সংশয় মেটানোর এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না। দু'জনের মধ্যে তুইতোকারির সম্বন্ধ হলেও সেটা গোপন রেখে অনুপকুমার জিজ্ঞাসা করল, স্যর, একটা জিনিস আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এত দ্রুত স্থানান্তর করেন কী করে? বন্ধু যে ওনাকে ছোট বেলার মত সুজি' বলে সম্বোধন করে নি তাতে সমাদ্দার সাহেব খুশি হয়ে মৃদু স্বরে বললেন, এটা এখানে আলোচনা করা যাবে না, একদিন আমার বাড়িতে আসুন।

বা।তে সমাদ্দার সাহেবের সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। বললেন, তুই ঠিক কী জানতে চাস বলতো? অনুপ বলতে থাকে, দ্যাখ সুজি, সাংবাদিক হিসাবে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু, একটা সভার কাজ শেষ করে উনি এত কম সময়ে কী করে অন্য সভাস্থলে উপস্থিত হন, এটা আমাদের কাছে একটা বিস্ময়। প্রতীচী-কন্যার অনুষ্ঠানটি সেদিন শেষ হয়েছে বেলা চারটেয় অথচ সেদিনই উনি বকখালির একটা জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন সাড়ে চারটায়। কোনও এক সাংবাদিকের পক্ষে এইভাবে এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দু'টো জায়গায় উপস্থিত থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু, পারমিতাদির পক্ষে এটা কী করে সম্ভব?

বন্ধুর এই প্রশ্ন শুনে সমাদ্দার সাহেব মৃদু হাসলেন, ঠিক আছে বলব, আগে তুই চা টা তো শেষ কর। তবে, ব্যাপারটা কিন্তু, সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। তা না হলে আমার চাকরি চলে যাবে, আর চাকরির থেকেও বড় কথা বিরাট একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। আমার ২০৬৪ তে অবসর, তোকে কথা দিতে হবে, তখনও যেন কেউ কিছু জানতে না পারে।

-ঠিক আছে, কথা দিলাম।

ঘরের কোণে রাখা একটা মনিটরে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মিটিং করছেন। আওয়াজটা সম্পূর্ণ মিউট করে দিয়ে, সমাদ্দার সাহেব কাছে এসে বসলেন আর নিচুস্বরে বললেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একজন ডামি আছে। -মানে? ঠিক বুঝলাম না। একদম এক রকম? হয় নাকি এরকম?

হ্যাঁ, ওনার ক্ষেত্রে হয়েছে। পারমিতাদির এক যমজ বোন আছে তা অনেকে জানে না। ওনার নাম সুমিতা। উনিও বেশ শিক্ষিত, গোয়ার এক কলেজের প্রফেসর। পারমিতাদির অনুরোধে সুমিতাদি চাকরি ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন। দু'জনের চেহারার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও কিছু পার্থক্য ছিল। কল্যাণীর এইমসে প্লাস্টিক সার্জারি করে সেটার সমাধান করা হয়েছে। এবার কণ্ঠস্বর। বর্তমান প্রযুক্তিতে সেটা কোনও সমস্যাই নয়।

সুমিতাদির ভাষণে যে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হয় তাতে সে ব্যবস্থা আছে। পারমিতাদির বক্তব্যগুলো রেকর্ড করে সুমিতাদিকে দিয়ে দেওয়া হয়। লুকানো ছোট ইয়ারফোনের সাহায্যে সে সব উনি ভাষণের সময় শোনেন আর সেই বক্তব্যটা মাইক্রোফোনে বলেন। সুমিতাদি বেশ শিক্ষিত বলে ওনার কোনও অসুবিধা হয় না। মাইক্রোফোনে সুমিতাদির স্বর ঢোকে, কিন্তু লাউডস্পিকারে যে শব্দ নির্গত হয়, তা অবিকল পারমিতাদির কণ্ঠস্বর।

অনুপ মনিটরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে উনি পারমিতাদি না সুমিতাদি? সমাদ্দার সাহেব সেটা লক্ষ্য করেন। তাই মনিটরের শব্দটা বা।য়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি? কিছু কি বোঝা যাচ্ছে? অনুপ মাথা নাড়ে।

অনুপের মনে একটা প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা একই সময়ে দু'জনকে কেউ দেখে ফেললে কী হবে? সমাদ্দার সাহেব বললেন, ওরকম পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয়, সে চেষ্টা সব সময় করা হয়। একজন প্রকাশ্যে থাকলে অন্যজন নেপথ্যে থাকেন, হয়তো ঘরে বিশ্রাম নেন বা কাজ করেন বা গাড়ির কাচ তুলে দিয়ে যাতায়াত করেন।

সমাদ্দার সাহেবের একটা ফোন এল। ফোনের বক্তব্য শুনে সুজয় সমাদ্দারের মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। অনুপ লক্ষ্য করল, মনিটরে যে ছবিটা আসছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেল।

সাংবাদিক বন্ধুর সামনে বিব্রত সমাদ্দার সাহেব বেশি কিছু বলতেও পারছেন না। সেটা অনুপ বুঝতে পারে, উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আজ তাহলে উঠি। সমাদ্দার সাহেব হাত তুলে ইশারা করে বললেন, আচ্ছা পরে কথা হবে।

পরের দিনের বহু সংবাদ পত্রের হেডলাইন - দুর্ঘটনায় পারমিতাদি!!

সর্বত্র সর্বদা'-য় এই সংবাদ কিন্তু ছাপানো হল না। অনুপের সন্দেহ, নামটা পারমিতাদি তো নাও হতে পারে! মিথ্যা সংবাদ ছাপানোর অপরাধে অপরাধী হওয়ার চেয়ে সংবাদ প্রকাশ না করাই ভালো।

ভয় কে ময়

রামতুন মন্ডল

দেখছে খোকা নিজের খেলা,
বৃষ্টি এল দুপুরবেলা।
বলছে মা, ভিজিস না জলে,
কি করবো খোকা অসুখ হলে?
গুড় গুড় করে মেঘ ডাকে,
জড়িয়ে ধরে ঠাম্মীকে।
ঠাম্মী বলে করিস না ভয়,
করতে হবে ভয় কে ময়

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com